CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 June, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ জুন, ২০২০ ইং ■ ১১ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১লা জুলাই থেকে ১২ আগষ্ট পর্যন্ত যাত্রীরেল পরিষেবা বাতিল ঘোষণা

নয়াদিল্লী, ২৫ জুন।। করোনা আবহে আগামী ১ জুলাই থেকে ১২ অগস্ট পর্যন্ত যাবতীয় সাধারণ যাত্রিবাহী ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তবে নির্ধারিত নির্ঘণ্ট অনুসারে সমস্ত স্পেশ্যাল রাজধানী, মেইল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করবে বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

এ দিন রেলবোর্ডের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১২ অগস্ট পর্যন্ত মেইল এবং এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার এবং লোকাল ট্রেন-সহ সমস্ত সাধারণ যাত্রিবাহী ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ সময় সূচি অনুসারে যে সমস্ত ট্রেন চলাচল করে আগামী ১ জুলাই থেকে ১২ অগস্টের মধ্যে যাঁরা ট্রেনের টিকিট কেটেছেন তা বাতিল করা হচ্ছে। তাঁদের পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলেও রেলের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে যে ২৩০টি বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে তা আগের মতোই চলবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে। ভারতে সংক্রমণের ঘটনা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বৃহস্পতিবার একদিন ১৬,৯২২টি নতুন সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। যার ফলে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ছুঁইছুঁই। এর মধ্যে মৃত প্রায় ১৫ হাজার। আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং রাশিয়ার পরেই আছে ভারত। জনসংখ্যা প্রায় এক হলেও চিনের থেকে ভারতে পাঁচগুণ ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ নথিভুক্ত করা হয়েছে। পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক স্থানে পৌঁছনোয় আগামী ১২ অগস্ট পর্যন্ত বিশেষ ছাড়া সমস্ত সাধারণ যাত্রিবাহী ট্রেন বাতিল করা হল।

গত ৮ জুন থেকে ধাপে ধাপে লকডাউন উঠলেও কনটেনমেন্ট জোন বা যে সব এলাকায় সংক্রমণের হার বেশি সেখানে কঠোর লকডাউন বহাল থাকবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। আনলক-১ ঘোষণার পর, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় মিলবে। এমনটাই জানানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী ৩০ জুন পর্যন্ত লোকাল ট্রেন, মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। তবে রাজ্য চাইলে শর্ত মেনে লোকাল ট্রেন চালুর বিষয়ে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল রেল মন্ত্রক সূত্রে। সে কারণে হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। যাতে যাত্রী পরিষেবা শুরু হলে করোনার সংক্রমণ রোখা যায়। কিন্তু, নতুন করে রাজ্যে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর আপাতত লোকাল ট্রেন চালুর সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা জুলাইয়ে হতে পারে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ-বিষয়ে সিবিএসই সহ অন্যান্য বোর্ডের গৃহীত পদক্ষেপ দেখে কমিটির বৈঠকে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় এ বছর ৫০,২৬০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাতে পুরাতন সিলেবাসে জীব ও ভৌত বিজ্ঞানের পরীক্ষা বাকি রয়েছে। লকডাউনের জেরে ওই দুই পরীক্ষা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, নতুন পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ফলে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ফলাফল ঘোষণার পরিকল্পনা শুরু করেছে। তিনি বলেন, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণার পরিকল্পনা রয়েছে। সে-ক্ষেত্রে সিবিএসই এবং অন্যান্য বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমরা।

তিনি এদিন জানান, মাধ্যমিকের পুরাতন পাঠ্যক্রমে দুটি পরীক্ষা বাকি। ৩০৯ জন ওই পরীক্ষা দেবেন। লকডাউনের কারণে ওই দুই পরীক্ষা অসমাপ্ত রয়েছে।

২৪৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার পুর বাজেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৪৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেছে আগরতলা পুর নিগম। গত বছরের তুলনায় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে দাবি করেন পুর নিগম-এর মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা। তিনি জানান, বাজেটে ঘাটতি রয়েছে ৫৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। সঠিকভাবে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগম ২০২০-২১ অর্থ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছে। নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা এদিন ২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেন। বাজেট পেশ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২০৮ কোটি ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছিল। ২০২০-২১ অর্থ বর্ষের জন্য ২৪৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। তাতে এ বছর বাজেটে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ৪৭ কোটি ৩১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং ক্যাপিটাল খাতে ১৯৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা মিলে মোট ২৪৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা সংগ্রহ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তেমনি ২৪৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচের হিসাব করা হয়েছে। তাতে ৫৪ লক্ষ ৮২ হাজার ঘাটতি থাকবে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে ৯৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ঘাটতি ছিল।

বাজেট ভাষণে পুর নিগমের মেয়র জোর দিয়ে বলেন, আগরতলা শহরের নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণে স্থিতিশীল, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর দাবি, নাগরিক পরিষেবা প্রদানে পুর নিগম আরও কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করবে। পুর নাগরিকদের সাথে নিয়ে আদর্শ শহর গড়ে তুলব।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার দিনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

কুড়ি লক্ষ টাকার ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার দুই কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৫ জুন।। উত্তর ত্রিপুরার দক্ষিণ কদমতলা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে ৯ হাজার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক ২ নেশা কারবারি।ধৃত নেশা কারবারি আকন্দস আলি(৫৫) এবং অমিত দাস (২৯)। অমিতের বাড়ি খোয়াইয়ের দুর্গানগর এলাকায়। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। কদমতলা থানার পুলিশ এন ডি পি এস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর চুরাইবারি থানার ওসি জয়ন্ত দাস, কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণ সরকারকে সাথে নিয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী সহযোগে কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে নেশা বিরোধী অভিযান চালান। দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের আকন্দস আলির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ঘর থেকে নেশাজাতীয় ৯ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে দশ বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫ জুন।। জলে ডুবে দশ বছরের এক শিশুর মৃত্যু। তার নাম মন্তোষ ত্রিপুরা। বাড়ি গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায়। এই সময় দিদির সাথে গ্রামের এক পুকুরে সে স্নান করতে যায়। হঠাৎ দিদির চোখ এড়িয়ে সে জলে ডুবে যায়।

পরে আশপাশ এলাকার মানুষ সহ বাড়ির লোকজনরা ছুটে এসে শিশুটিকে জল থেকে উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। উল্লেখ্য শিশুটির বাবা কর্মসূত্রে মিজোরাম থাকে। চার বছর আগে তার মা তার বাবাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। শিশুটি তার ঠাকুরমার সাথে থাকত। তার অকাল মৃত্যুতে তার ঠাকুরমা ভেঙ্গে পড়ে। পাশাপাশি গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

জরুরি অবস্থা ঃ কংগ্রেসের অমার্জনীয় পাপ, টুইটারে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ছিল কংগ্রেস-এর অমার্জনীয় পাপ। আজ টুইট বার্তায় কংগ্রেসকে এভাবেই বিঁধেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কার্যকালে ওই জরুরি অবস্থাকে গণতন্ত্রের কালো অধ্যায় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

আজ মুখ্যমন্ত্রী জরুরি অবস্থা-র ভয়াবহতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, জোর করে নির্বীজকরণে সারা দেশে এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের তরঙ্গ তৈরি করেছিল কংগ্রেস। লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে জোর করে নির্বীজকরণ করা হয়েছিল। তাতে অনেকে প্রাণও হারিয়েছিলেন।

এদিন তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার একটি প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তৎকালীন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে জরুরি অবস্থায় ১,৪০,০০০ মানুষ বিনা বিচারে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী আজ ১০৯৫-এর জরুরি অবস্থাকে কংগ্রেসের অমার্জনীয় পাপ বলে মন্তব্য করে বলেন, ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের আগেই জেপি নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, এলকে আদবাণী এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো জাতীয় স্তরের শীর্ষ নেতা সহ কয়েকশো নেতাকে রাতারাতি কারাবন্দি করা হয়েছিল। সমস্ত বড় বড় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন আমলাতন্ত্র, পুলিশ, সংবাদ মাধ্যম এবং বিচার বিভাগকে কংগ্রেস সরকার ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। তা কখনও ভুলানো যাবে না, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩টি ডিগ্রি কোর্সে স্পেশালাইজেশন এম টেক'র অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (টি আই টি)-তে ৩টি ডিগ্রি কোর্সে স্পেশালাইজেশন এম টেক-এর জন্য অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এ আই সি টি ই) থেকে আজ অনুমোদন পাওয়া গেছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি জানান, টি আই টি-তে কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সের স্পেশালাইজেশন ডাটা সায়েন্সের জন্য ইলেকট্রনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সের স্পেশালাইজেশন বি এল এস আই এণ্ড এমবেডেড সিস্টেম এবং থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটি বিষয়ের জন্য এম টেক-এর আজ অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রতিটি বিষয়েই ১৮ জন করে পড়াশুনা করতে পারবেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৩টি ডিগ্রি কোর্সে স্পেশালাইজেশন এম টেক-এর অনুমোদন পাওয়া রাজ্যের জন্য অবশ্যই বড় প্রাপ্তি। এখন থেকে এই তিনটি বিষয়ে এম টেক করার জন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বহির্রাজ্যে যেতে হবে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এরজন্য অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশনকে ধন্যবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (টি আই টি) ৪টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করোনা আক্রান্ত ৩২, সুস্থ ১২২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। একদিনের বিরাম শেষে আজ ত্রিপুরায় নতুন করে ৩২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ২৪ জনের ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে এবং বাকিদের করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে গিয়ে সংক্রমিত হয়েছেন। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১২৯৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদিকে, আজ ১২২ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হওয়ায় তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

আজ রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টুইট বার্তায় বলেন, ১১৪১টি নমুনা পরীক্ষায় ৩২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি জানান, আজ করোনা আক্রান্ত-দের মধ্যে খোয়াই জেলায় ১৫ জন, দক্ষিণ জেলায় ১০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪ জন এবং পশ্চিম, উত্তর এবং ধলাই জেলায় ১ জন করে বাসিন্দা রয়েছেন।

এদিকে, আজ ১২২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই, তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, সাগর মহল কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৬০ জন, বাধারঘাট স্পোর্টস হোস্টেল থেকে ৫৭ জন, উদয় পুর পিআরটিআই থেকে ৩ জন এবং ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড কেয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামুটিয়ায় দুই চোরকে ধরে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার বামুটিয়ারঅনঙ্গ নগর থেকে দুই চোরকে পাকড়াও করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকেও বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নানা জায়গা থেকে এইসব সামগ্রী চুরি করেছিল চোরেরা।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে স্থানীয় জনগণ অনঙ্গ নগর এলাকা থেকে এক চোরকে প্রথমে পাকড়াও করেন। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার স্বীকারোক্তি মনে আরো এক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এই চক্রে আরো কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ আটক দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ সম্পর্কে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। উল্লেখ্য বামুটিয়া সহ পার্শবর্তী এলাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউনে স্ত্রীর মর্যাদা দাবি করে স্বামীর বাড়ির বাইরে ধরনা তরুণীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। লকডাউনের আবর্তে স্ত্রীর মর্যাদা দাবি করে স্বামীর বাড়ির বাইরে ধরনায় বসেছেন জনৈক তরুণী। আগামীকাল পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ তরুণীটির পাশাপাশি অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়িকেও থানায় নিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সমস্যার সমাধানে সম্মত হাওয়ায় তাঁদের আজ পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরে তুলকালাম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

ধর্মনগরের শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা কল্পজ্যোতি নাথের সাথে একই থানাধীন রাধাপুর এলাকার বাসিন্দা স্বপ্না নাথ প্রণয়ের সূত্রে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন বলে দাবি এই তরুণীর। বেঙ্গালুরু

থাকাকালীন তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। প্রমাণ হিসেবে মাথায় সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা পরে স্বামী কল্পজ্যোতি নাথের সাথে তোলা ছবিও দেখিয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরায় ফেরার পর থেকে স্বামী তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছেন না বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাই আজ তিনি অধিকার আদায়ে ধরনায় বসেছেন বলে জানিয়েছেন।

স্বপ্না নাথ দাবি করেন, এক বছর আগে বেঙ্গালুরুতে কল্পজ্যোতি নাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। সেখানে তাঁরা একসাথেই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সংসার করেছেন। তিনি বলেন, দু'জনেই বেঙ্গালুরুতে বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেছেন। কিন্তু লকডাউনে তাঁদের ত্রিপুরায় ফিরতে হয়েছে।

স্বপ্নার কথায়, বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে আসার পর আমরা নিজ নিজ বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। কারণ, দুজনকেই গৃহে একান্তবাসে থাকতে হবে। তাঁর দাবি, কিছুদিন পর কল্পজ্যোতি তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাবে বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁর স্বামী বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করছে। তাই বাধ্য হয়ে স্ত্রীর মর্যাদা আদায়ে ধরনায় বসেছি, বলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৫৩ ◘ ২৬ জুন ২০২০ ইং ◘ ১১ আষাঢ় ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শিক্ষাই মূল চাবিকাঠি

শিক্ষা যে কোন জাতি, দেশ ও সমাজের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ বা জাতি কোনদিনই উন্নত হইতে পারে না। যে কোন দেশ বা রাজ্যের বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় হইয়া থাকে শিক্ষাখাতে। শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিতে না পারিলে ভবিষ্যত অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতে বাধ্য হয়। সে কারণেই প্রতিটি দেশ, প্রতিটি রাজ্য ছাত্র যুব সমাজকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার আপ্রান চেষ্টা চালায়। সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাও স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাকে যথাযথভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মূল দায়িত্ব শিক্ষকদের। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষকদেরকেও প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক যদি যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া শিক্ষাদান করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে সেই শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য সরকার ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া থাকে। সরকার গৃহীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক রবিবার প্রকৃত দায়িত্ব শিক্ষকদের। যাদের হাতে শিক্ষা তাদের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহারাই যদি তাহাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে কিভাবে প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রসূ হইবে? এইসব কথা মাথায় রাখিয়াই

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। তাহা নিঃসন্দেহে গুণগত শিক্ষার মান উন্নত করিবার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষকরাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষকদের ওপরই নির্ভরই করিবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়টি। শিক্ষকতাকে শুধুমাত্র পেশা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে গুরু। গরুর উপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে যে, একাংশ শিক্ষকরা শিক্ষকতার পেশাকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে শুরু করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের যেভাবে পাঠদান করিবার কথা রহিয়াছে ওইসব শিক্ষকরা সেইরকম ভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন না। তাহারা প্রাইভেট টিউশনিকে পুঁজি করিয়া অর্থ উপার্জনের পথ হিসাবে বাঁচিয়া নিয়াছেন। একাংশের শিক্ষকদের এই ধরনের মানসিকতার ফলে গোটা শিক্ষক সমাজ কলঙ্কিত হইতেছেন । পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাড়াইয়াছে সরকারকে আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য করিতেছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি টিউশনি করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য হইবে। সরকারের এই কঠোর মনোভাব একাংশের শিক্ষকদের টিউশনি বন্ধ করিতে বাধ্য করিতেছে। প্রশ্ন হইল, যেসব শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করিয়া ছাত্রদের মেধাবী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা যদি নিজ কর্তব্য মনে করিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ভান্ডার আরো পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকরা সঠিকভাবে শিক্ষা দান করিলে প্রাইভেট টিউটরের কাছে ছাত্রছাত্রীদের দৌড়াইতে হইবে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া আসা এই রীতি বদলাইতে কিছুটা সময় লাগিবে। শিক্ষকতা পেশাকে পেশা বলিয়া মনে না করিয়া শিক্ষাদানকে নেশা হিসেবে গ্রহণ করিলে প্রকৃত শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করা সম্ভব হইবে।

শিক্ষকতার পেশাকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য শিক্ষকদেরকেই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সমগ্র শিক্ষকসমাজ ইহার জন্য দায়ী নহেন। যাহারা শিক্ষকতা পেশাকে কলঙ্কিত করিবার নিরন্তর প্রয়াস চালাইয়া আসিতেছেন তাদেরকে সাবধান করিতে হইবে। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়াই এই কঠিন পরিস্থিতি হইতে উত্তরণ সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে নিজের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে। তাহা হইলেই শিক্ষক প্রকৃত শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন।

কাঁকুড়গাছি জোড়া মৃত্যু কাণ্ডে ফের নয়া মোর

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : যতদিন এগোচ্ছে তত যেন রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে কাঁকুড়গাছি হত্যাকাণ্ডে।সোমবার কাঁকুড়গাছি এক অভিজাত আবাসনে শাশুড়িকে খুন করে আত্মঘাতী হয় জামাইও।তবে, হত্যাকারী মৃত্যুর আগে ৬৭ পাতার সুইসাইড নোট রেখে গেছে। সুইসাইড নোটের পাতা যত এগোচ্ছে ততই যেন বেরোচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। ঘটনা তদন্তে নেমেছে ফুলবাগান থানার পুলিশ।মার্চের শুরুতেই খুনের ছক কষেন অভিযুক্ত।কিন্তু, লকডাউনের জেরে তা ভেস্তে যায় এমনটাই মনে করছে তদন্তকারীরা। সোমবার কাঁকুড়গাছি এক অভিজাত আবাসনে শাশুড়িকে খুন করে আত্মঘাতী হয় জামাইও।

পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্ত শ্রী শিল্পী আগরওয়ালকে প্রথমে সাপের বিষ দিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্ত অমিত। আর সেই জন্যই সে সাপুড়ের খোঁজ করছিল। জানা যাচ্ছে,বিদেশে চাকরিতে যেতে বাধা দেওয়ায় ২০১৮ সাল থেকেই অমিত-শিল্পীর দাম্পত্য সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছিল। তখন থেকেই স্ত্রী সরিয়ে দেওয়ার জন্য মনে মনে একপ্রকার ছক কষতে শুরু করে অমিত।তদন্তকারীদের দাবি, মার্চের শুরুতেই খুনের ছক কষেন অমিত। কিন্তু, লকডাউনের জেরে তা ভেস্তে যায়। জানা যায় সোমবার স্ত্রীকে খুনের পর বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা ফিরে প্রথমে উত্তরপাড়া গিয়েছিল ওই অভিযুক্ত। এরপর ছেলেকে সেখানে দাদার কাছে রেখে শ্বশুরবাড়ি আসে সে। সেখানে যাওয়ার পথে জোগাড় করে আগ্নেয়াস্ত্র। এরপরই ডিভোর্সের মামলা ও সম্পত্তি নিয়ে শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে অভিযুক্ত জামাই। রাগের বশে শাশুড়িকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অমিত। দুই গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেও তৃতীয় গুলি লাগার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অভিযুক্তর শাশুড়ি। শশুরকে তাক করে গুলি লাগালেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কোনরকমে পালিয়ে রক্ষা পায় রাধুনী , শ্বশুর।এরপর আত্মহত্যা করে ওই অভিযুক্ত নিজেও। পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের আগে রিভলবার নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা করেন অভিযুক্ত অমিত আগরওয়াল। নিয়মিত চর্চা ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। লোডেড রিভলবার ব্যবহারের তথ্যও মিলেছে অমিতের ল্যাপটপে।

কালীঘাট সেতু সারাইয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে চায় পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ কালীঘাট সেতুর। যা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ওই সেতুতে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ না করে কিভাবে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে কাজ করা যায় সেদিকে নজর দিচ্ছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর।

বৃহস্পতিবার কেএমডিএ”র তত্ত্বাবধানে থাকা সব সেতু নিয়ে দফতরের আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই উঠে আসে শহরের পূর্ব ও দক্ষিণের দুই সেতুর স্বাস্থ্যের কথা। চিংড়িহাটা ও কালীঘাট সেতুর অবস্থা ভীষণ খারাপ বলে উল্লেখ করেন বৈঠকে উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা। একদিকে যেমন জানা যায় ১২ বছর পুরনো চিংড়িহাটা সেতুর নকশা নিয়ে সমস্যা আছে। অন্যদিকে ৫০ বছরের কালীঘাট সেতুর নকশা এখনও পাওয়া যায়নি। ফলে ব্রিজের কাঠামো দেখতে গিয়ে নানা ধরণের সমস্যার মধ্যে পড়েছেন ইঞ্জিনিয়াররা। চিংড়িহাটা সেতুর পিলারের অবস্থানে সমস্যা আছে জানিয়ে এই সেতু সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানান, 'আমরা ওখানে নতুন সেতু তৈরি করব।

অসাধারণদের আত্মহত্যার অধিকার

ড. রতন ভট্টাচার্য

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' লিখলেও 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তা বলে তিনি আত্মহত্যার অধিকার চাননি কখনই। ইংরেজ কবি জন কীটস নাইটিঙ্গেলের গান শুনে মৃত্যুর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন, 'I am haif in love with easeful death' লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু না, মারণ রোগ যক্ষ্মা বা কাব্যিক স্বীকৃতি ঠিত মতো না পেয়েও বা ফ্যানি ব্রনের দ্বারা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েও 'মানসিক বৈকল্যতা' যা সব আত্মঘাতী লেখকই স্বীকার করে গেছেন, তিনি করেননি। মৃত্যু জীবনজগতের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মাঝে মাঝে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম ব্যাঘাত ঘটে। সৃজনশীল ব্যক্তিরা প্রায়ই দাবি করেন যে 'প্রকৃতি নিয়ম ভাঙা পছন্দ করে না।' তারপরও কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিয়ম বাঙেন। নিয়ম ভাঙাই তাঁদের পছন্দসই খেলা। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, একজন সাহিত্যিকের বা খ্যাতনামা কবি বা অভিনেতার আত্মহত্যা আর একজন সাধারণ ব্যক্তির আত্মহত্যা কখনই এক নয়। সব থাকার পরও যখন এক ধরনের না-থাকা ভাব মনটার দখল নিয়ে নেয় তখনই রাতের আঁধারে একগাছা দড়ি হাতে বের হওয়ার ঘটনা ঘটে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্টারনাল মেডিসিন ফিজিশিয়ান' অ্যালেক্স লিকারম্যান সম্প্রতি আত্মহত্যার কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, আত্মহত্যার সবচেয়ে প্রচলিত কারণ হল মানসিক চাপ বা বিষাদগ্রস্ততা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় যন্ত্রণার স্থায়ী অনুভূতি এবং আত্মহত্যার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার অনড় এক বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, কিছু মানুষ গ্রহণযোগ্য কোনও কারণ ছাড়াই ভিতর থেকে আত্মঘাতীপ্রবণ হয়ে থাকে। এরা সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। নিরাময়যোগ্য হলেও রহস্যজনক এই মানসিক রোগটি সম্পর্কে বিজ্ঞান এখনও ধোঁয়াশাতেই আছে। তৃতীয়ত, আত্মহত্যার বিষয়গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদক ও আলকোহলের সেঙ্গ সম্পর্কিত। কিছু কিছু মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। চতুর্থত, সাধারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে যারা প্রেমঘটিত বা অন্য কোনও সম্পর্কের অবনতির কারণে আঘাপ্রাপ্ত হয়, তাদের মধ্যে আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। পঞ্চমত, অনেকেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় অনিরাময়যোগ্য রোগের ভোবার জন্য। আজকের রকমারিতে থাকছেন বিশ্বখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা যাঁরা বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ।

পুলিৎজার জয়ী কবি জন ব্যারিম্যানের বাবার আত্মহত্যার পর মা আবার বিয়ে করেন। বাবার এমন মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। সনেট কাব্য সংকলনের জন্য ১৯৬৪ সালে তিনি পুলিৎজার পুরস্কার পান। বিশ্বজোড়ে খ্যাতি। এত কিছু পেয়েও কেমন যেন আনমনা থাকতেন জন ব্যারিম্যান। তিনি ১৯৭২ সালের ওয়াশিংটন এভিনিউ ব্রিজ থেকে প্রায় ৯০ ফুট নীচে মিসিসিপি নদীতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

এরকম অজস্র উহাহরণ আছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক হার্ট ক্রেন। হুট করে গুডবাই এভরিবডি বলে মেক্সিকান উপসাগরে একটি নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তখন হার্ট ক্রেনের বয়স মাত্র ৩২। সহিত্যের আরেক দিকপাল পল ক্লি ঝাঁপ দিয়েছিলেন সিন নদীতে ৪৯ বছর বয়সে। কবি গিলিজ ডিলুয়েজকে বাধ্যতামূলক অক্সিজেন মেশি ব্যবহার করতে হত। একদিন তিনি মেশিনটি ফেলে দেন জানালার বাইরে। ১৯৮১ সালে 'এ কনফেডারেসি ডানসেসিন'-এর জন্য লেখক জন কেনেডি টুলকে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হয়। এরও এক দশ আগে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নিয়ে আত্মহত্যা করেন জন কেনেডি। আরেক বিখ্যাত সাহিত্যিক কোয়েসলার আত্মহত্যার আগে লিখেছিলেন দীর্ঘ চিঠি হার্ট ক্রেন এমনটা করেননি, তার চিরকুটটা ছিল এমন— 'বন্ধুরা, কাজ তো শেষ, তবে আর অপেক্ষা কেন? ক্রেন এখানে কাজ শেষ বলতে কী কাজের কথা বুঝিয়েছেন। যার পর পৃথিবীতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই করার মতো। জার্জি কসিনস্কি সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছিলেন, 'আমি এখন ঘুমোতে যাচ্ছি, আমি এখন একটু বেশি সময় ধরেই ঘুমার। তোমরা এটাকে অনন্তকালের ঘুম বলতে পার।' এছাড়াও আত্মহত্যা করেন লেখিকা সারাহ কেন মাত্র ২৮ বছর বয়সে। লন্ডন কিংস কলেজের হাসপাতালের বাথরুমে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার করেন তিনি।

জন কাঁটস প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েও আত্মহত্যা না করলেও সংবেদনশীল মনের শিল্পী সাহিত্যিক অভিনেতা অভিনেত্রীরা কিন্তু প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে বা বিফল হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। এরকম ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সহ্য করতে না পেরে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন প্রেমিক কবি মায়াকোভস্কি। রুশ বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃৎ ভলাদিমির ভলাদিমিরোভিচ মায়াকোভস্কি । ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে পরিচয় হয় অভিনেত্রী ভেরোনিকা পোলানস্কায়ার। প্রথম দেখাতেই তিনি ভেরোনিকা পোলানস্কায়ার প্রেমে পড়েন। সম্পর্কের টানাপোড়েন তাঁক ভীষণ রকম বিমর্ষ অধৈর্য আর বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৯৩০ সালের ১৪ এপ্রিল মায়াকোভিস্কর সঙ্গে পোলানস্কায়ারের দেখা হয়। এরপর সকাল ১০টা ১৭ মিনিটে মায়াকোভিস্কি রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

নিজের মাথায় নিজে গুলি করেন নোবেলজয়ী আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। ১৯৬১ সালে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন নোবেলজয়ী লেখক হেমিংওয়ে, ব্যর্থ প্রেম এখানে আবার একমাত্র কারণ ছিল তা বলা যায় না। তার আত্মহত্যার গল্পটা ভয়ঙ্কর। বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেন নিজেরমুখে, তারপ ট্রিগারে চাপ দিয়ে উড়িয়ে দেন নিজের মাথা। এভাবেই আত্মহত্যা করেছিলেন কিংবদন্তী লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। অথচ তিনি বলে গেছেন, মানুষ কখনই পরাজয় বরণ করে না, প্রয়োজনে লড়াই করতে করতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহিলারাও মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেননি। কার্বন মনোক্সাইড নিয়ে আত্মহত্যা করেন অ্যানি সেক্সটন। নোবেলজয়ী অ্যানি সেক্সটন আধুকি ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। অন্য কবিরা যে বিষয়গুলো এড়িয়ে য়েতেন অ্যানি সেক্সটন সে বিষয়গুলিই তুলে আনতেন কলমে। হস্তমৈথুন , রজঃস্রাব, গর্ভপাত ইত্যাদি বিষয়ও তাঁর লেকায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু পুরো জীবনজুড়েই হতাশাগ্রস্ত ছিলেন এই কবি। তিনি বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু 'রতিবারই বিফল হতে থাকেন। তার সর্বশেষ কবিতার পাণ্ডুলিপি একজন রিপোর্টারকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এটা যেন প্রকাশিত না হয়'। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই চূড়ান্ত সফল লেখিকা ১৯৭৪ সালের ৪ অক্টোবর নিজের গাড়ির মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ছেনে আত্মহত্যা করেন।

হেঁটে খরস্রোতা পাথুরে নদীতে নেমে আত্মহত্যা করেন ইংরেজি ভাষার প্রখ্যাত কবি ভার্জিনিয়া উলফ। নিজের ওভারকোটের পকেটে নুড়িপাথর বোঝাই করে হেঁটে নেমে গিয়েছিলেন খরস্রোতা পাথুরে নদীতে। আর কোনওদিন ফিরে আসেননি। ৫৯ বছরের জীবনে উলফ বেশ কয়েকবার মাসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার রোগের নাম ছিল ডিপোলার ডিজঅর্ডার। তিনি ১৯৪১ সালের ২৮ মার্চ আত্মহত্যা করেন।

সিলভিলা প্লাথ আমেরিকান কবি ও ঔপন্যাসিক 'ড্যাডি' কবিতাটি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। সিলভিয়া প্লাথের অধিকাংশ কবিতা কনফেশনমূলক হওয়ায় তাঁকে কনফেশনাল কবি বলা হয়। হঠাৎ করেই ভিষণ্ণতায় ভুগতে থাকেন তিনি। তারই মাঝে তার লেখা উল্লেখ্য। ২০ বছর বয়সে মাত্রকৈশোর পেরনো সিলভিয়া আত্মহত্যার প্রয়াস চালান। সেবার তিনি ব্যর্থ হন। কিন্তু আত্মহত্যার প্রবণতা ঠিকই রয়ে যায় তার। দ্বিতীয়বার তার উদ্দেশ্য সফল হয়। কবি টেড হিউস্কের সঙ্গে সম্পর্কছেদ হয়ে যায় তাঁর। এ ঘটনার প্রচণ্ড মাসিক আঘাত পান সিলভিয়া। । একদিন তিনি ধীরে দীরে মাথা এগিয়ে ছেন গ্যাসের চুলার দিকে। গ্যাস প্রবাহের ঘতি বাড়িয়ে দেন। এভাবেই মারা যান তিনি। সিলভিয়া ১৯৮২ সালে মরণোত্তর পুলিংজার পুরস্কার পান।

কে না জানে মাসিক বিষণ্ণতা থেকে আত্মহত্যা করেছলেন কবি , ঔপনাসিক ও সম্পাদক এডগার অ্যালান পো? ডেথ সার্টিফিকেটে তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে মানসিক বিষণ্ণতা থেকে আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছিল। কারিন বোয়ে বিষণ্ণ ও বিয়োগান্ত বিষয়ে কবিতা লিখতেন। জানা যায়, মানসিক চাপের কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে একদিন তিনি গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসনেনি। কিছুদিন পর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত গুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

সর্বকালের অন্যতম সেনা ঔপন্যাসিক বলা হয় হান্টার এস খস্পসনকে। স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে আত্মহত্যা করেন থম্পসন। নিজের শেষ লেখাটির নাম দিয়েছিলেন ফুটবল খোলার মৌসুম শেষ। থম্পসন এেতে লিখে যান—'আর কোনো খেলা নেই। আর কোনো বোমা নেই। চলতে থাকা নেই। কোনো মজা নেই। সাঁতার কাটা নেই। ৬৭। ৬০ এর পরও ১৭টি বছর। আমার চাওয়ার অর্থবা দরকারের চেয়েও ১৭টি বাড়তি বছর। বিরক্তিকর। আমি সব সয়েই উদ্দাম। কারও জন্য কোনো আনন্দ নেই। এই লেখার চার দিনের মাথায় আত্মহত্যা করেন থম্পসন। নিজেই নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলেন তিনি।

ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক এবং ইংরেডির প্রভাষক ডেভিড ফোস্টার ওয়ালেস ফিকশন এবং নন ফিকশন উভয় ধরনের লেখাতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা ইনফিনিট জাস্ট বইটি ইংরেজি ভাষার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ১০০ বইয়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা রেন কথাসাহিত্যিক ফোস্টার। জাপানি প্রখ্যাত লেখক ইউকিও মিশিমা যার প্রকৃত নাম কিমিতা হিয়াওকা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নিজের পেটে ধারালো অস্ত্র চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি। একজন অসাধারণ ঔপন্যাসিক নাট্যকার , মস্কভিনেতা, পরিচালক, চলচ্চিত্র অভিনেতা অনেকেই মনে করেন তিনি নোবেল পুরস্কারের যোগ দাবিদার ছিলেন। নিজের পেট ধারালো অস্ত্র দিয়ে চিরে আত্মহত্যা করেনয ৩৪ বছর বয়সী সুশান্ত সিং রাজপুত একের পর এক চলচ্চিত্র নিজের অভিনয় দিয়ে নজর কেড়েছেন। 'কাই পো ছে' দিয়ে বলিউডে অভিষেক তাঁর। শেষ দেকা গেছে নেটফ্লিক্স চলচ্চিত্র 'ড্রাইভ'-এ। ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী শনিবার রাতে দেরিতে ঘুমাতে গিয়েছিলেন, সুশান্ত সিং। দুপুর পর্যন্ত কোনও সাড়া না পেয়ে তাঁর বন্ধুদের খবর দেন গৃহকর্মী। পরে তারা দরজা ভেঙে তরুণ এই অভিনেতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। সুশান্ত বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন বলে নিউজ নেটওয়ার্ক 'আজতক'কে জানিয়েছেন তাঁর বন্ধুরা। স্থানীয় গণমাধ্যমের তথও, অনুযায়ী গত ৯ জুন তার ম্যানেজার দিশা সালিয়ানও একটি ভবন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। রাজপুত একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, উদ্যোক্তা এবং একজন লোকহিতৈষী ছিলেন। সুশান্ত টেলিভিশন ধারাবাহিক কাজ করার মধ্য দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন। ২০০৮ সালে স্টার প্লাসে প্রচারিত প্রণয়ধর্মী টেলিবিশন ধারাবাহিক 'কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল'-এ প্রীত জুনেজা চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে টেলিভিশন জগতে অভিষেক করেছিলেন। অতঃপর তিনি জি টিভিতে প্রচারিত জনপ্রিয় টেলিভিশনে ধারাবাহিক 'পবিত্র রিস্তা'য় মানব দেশমুখ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। যার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

২০১৩ সালে সুশান্ত বন্ধুকেন্দ্রিক নাট্য চলচ্চিত্র 'কাই পো ছে'তে ইশান ভাট চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ করেছিলেন। যার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ নবাগত অভিনেতা বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ নবাগত অভিনেতা বিভাগে জি সিনে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর ২০১৩ সালে তিনি প্রণয় ও কৌতুকমর্ধী চলচিত্র 'শুধ দেশি রোমান্স রঘু রাম' এবং ২০১৫ সালের অ্যাকশন ও গোয়েন্দা ভিত্তিক চলচ্চিত্র ডিটেকঠিভ 'ব্যোমকেশ বক্সীতে' গোযেন্দা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্বাধিক উপার্জন করা চলচ্চিত্রটি হচ্ছে ২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচিত্র 'পিকে', যেখানে তিনি আমির খান, অনুষ্কা শর্মা এবং বোমান ইরানির মতো শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এরপর ২০১৬ সালে তিনি ভারতীয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী নিয়ে নির্মিত 'এম এস ধোনি, দ্যা আনটোল্ড স্টোরি'তে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, যার জন্য তিনি প্রথমবারের মতো শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে ফিল্মফোয়ার পুরস্কারের জন মনোনায়ন গ্রহণ করেছিলেন। অতঃ পর সুশান্ত ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কেদারনাথ' এবং ২০১৯ সালে মুক্তপ্রাপ্ত 'ছিছোড়'-এর মতো বাণিজ্যিকভাবে সফল চলচ্চিত্র অভিনয় করেছিলেন। ভারত সরকারের নীতিনির্ধারক ধারণা, নীতি আয়োগ, মহিলা উদ্যোক্তা মাধ্যম (ডব্লিউইপি) প্রচার করার জন্য তার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। অভিনয় এবং চলমান ইনয়াসেই উদ্যোগ ছাড়াও, তরুণ শিক্ষার্থীদের সহায়তার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি সুশান্ত এডুকেশন -এর মতো বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এত সাফল্য পেয়েও কেন মানসিক বৈকল্য? কেন আত্মহনন? কে জাবা দেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনার সময়ে মিড-ডে -মিল গুরুত্ব পেলেও অবহেলিত স্যানিটারি ন্যাপকিন

নন্দগোপাল পাত্র

২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতে ২৫.৩০ কোটি জনসংখ্যার গড় বয়স ১০-১৯ বছর। যা মোট জনসংখ্যার নিরিখে প্রায় এক -পঞ্চমাংশ। এদের মধ্যে বড় এক অংশ হল মেয়ে। এই মেয়েদের সাধারণ স্বাস্থ্য আমাদের দেশে চিরকালই অবহেলিত হয়ে এসেছে। এই উদাসীনতা আসলে ভারতীয় সামাজের মজ্জাগত, মেয়েদের নিজস্ব সংস্যাগুলিকে লঘু করে দেখার প্রবণতা। ৫৬ শতাংশ ১০-১৯ বছর বয়সী মেয়েই রক্তাল্পতার শিকার। তার উপরে রয়েছে ঋতুস্রাবের মতো 'নোংরা' 'অশূচি' লজ্জার ব্যাপার। ঋতুমতী মেয়েদের নিয়ে সমাজের রক্ষণশীলতা এখনও ঘোচেনি। অল্পশিক্ষিত পরিবারে এখনও 'অপবিত্রতার' সামিল। সেখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা চিন্তা বিলাসিতার নামান্তর। ৭ জানয়ারি ২০১৪ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় গ্রামাঞ্চলে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মধ্যে ঋতুস্রাবের সময়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে 'রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম' নামে এক প্রকল্পের সূচনা করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। এর আগে ২০১১-য় ১৭টি রাজ্যের ১০৭টি জেলায় একই ধরনের প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের নানা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারে কাউন্সেলিং করানো। পাশাপাশি বয়ঃসন্ধির মেয়েদের স্কুলে গিয়ে কাউন্সেলিং ও স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া। অন্যদিকে বিভিন্ন সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই দেশের মেয়েদের স্কুলছুট হবার প্রবণতার পিছনে ঋতুকালীন সমস্যা ও শৌচাগারের অভাব অন্যতম প্রধান কারণ। দেশে প্রায় ৭০ শতাংশ মেয়েই বেশি দামের জন্য ন্যাপকিন ব্যবহারের সুযোগ পায় না। কম খরচে বিশেষতগ্রামাঞ্চলে ন্যাপকিনের জোগান নিশ্চিত না করা হলে মেয়েদের বিদ্যালয়-বিমুখতা বৃদ্ধি পাবে এবং চাকুরির বাজারেও তারা পিছিয়ে পড়বে। ২০১৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। রাজ্য সরকার ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের সমস্যার সমাধানে 'অন্বেষা ক্লিনিক' চালু হয়। প্রতিটি ব্লক হাসপাতালে রয়েছে 'অন্বেষা ক্লিনিক'। সেখানে দ'জন ডাক্তার, দু'জন নার্স ও একজন করে ফার্মাসিস্ট থাকার কথা। ক্লিনিকের পক্ষ থেকে ব্লকের প্রতিটি স্কুলে মাসে দু'জন মনোদিব (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা) পরিদর্শন করেন। এই ক্লিনিক বিশেষত কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন প্রতিবন্ধকতা কাটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিজেদের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা নিয়ে নিজেরাই ক্লিনিকের সভায় বলে। গ্রামীণ সমাজকে কত রকম কুসংস্কার, কুঅভ্যাস এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তার প্রমাণ উঠে এসেছে কিশোরীদের নিয়ে 'অন্বেষা ক্লিনিক'-এর সভায়। ছাত্রীদের দৈহিক ও মা নসিক স্বাস্থ্য রক্ষার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারমূলক প্রচার চলত ক্লিনিকের দিনগুলোয়। এরকম কয়েকটি কুসংস্কার হল, ঋতুকালীন সময়ে ব্যবহৃত কাপড়ের উপর দিয়ে যদি কোনওভাবে কোনও বেড়াল লাফ দিয়ে যায় তা হলেসে কোনওদিন সন্তানধারণ করতে পারবে না। মা-মাসিরা বিশ্বাস করেন, ন্যাপকিন ব্যবহার করলে মাথার চুল বেশ উঠবে। একটা সময় স্যানিটারি ন্যাপকিন কী বয়ঃসন্ধির মেয়েদের একটা বড় অংশ জানতই না। 'অন্বেষা ক্লিনিক' , মিডিয়ার কল্যাণ একন আর সেই অবস্থা নেই। কোনওরকম সংকোচ ছাড়াই এ বিষয়টি নিয়ে বয়ঃসন্ধির মেয়েরা এখন আলোচনা করে। একথা অনস্বকার্য 'অন্বেষা ক্লিনিক' শুরুর পর থেকে ছাত্রীদের মধ্যে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে যে সচেতনতা ছিল, তা বেড়েছে। ছাত্রীদের জড়তা কাটাতে ব্লক প্রশাসনের তরফে 'অন্বেষা' প্রকল্পে কাউন্সেলিংয়ে সময় বিষয়টি ভালই সুফল পাওয়া যাচ্ছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার সারা ভারত কৃষক সভার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের মানুষ বাঁচানোই এখন আওয়ামী লীগের রাজনীতি : সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৫।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ ও মানুষ বাঁচানোই হচ্ছে এখন আওয়ামী লীগের একমাত্র রাজনীতি। তিনি বলেন, 'দেশের এই সংকটকালে সরকার ও আওয়ামী লীগ কোনো রাজনীতি করছে না। করোনার সংক্রমণ রোধ ও মানুষ বাঁচানোই হচ্ছে এখন একমাত্র রাজনীতি।' ওবায়দুল কাদের বুধবার তাঁর সংসদ ভবনস্থ সরকারি বাসভবনে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত এক আনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এক বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বিএনপি মহাসচিব বরাবরের মতো সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়ে বিরাজনীতি করণের অভিযোগ এনেছেন। এ সংকটকালে সরকার তো কোন রাজনীতি করছে না? এমন কি আওয়ামী লীগও এসময়ে কোন রাজনৈতিক কার্যক্রম করছে না।' তিনি বলেন, যদি কোন রাজনৈতিক দল দেশের স্বার্থে ভালো পরামর্শ দিতে চায়, সেটা সরকার গ্রহণ করবে। কোন ভুল হলে ভুল সংশোধন করার সৎ সাহস সরকারের রয়েছে। 'সরকারের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে' বিএনপির মহাসচিবের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক ও অন্ধ সমালোচনা নির্ভর রাজনীতির জন্য বিএনপিরই পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করা ছাড়া বিএনপির এখন আর কোন রাজনীতি নেই। অসহায় মানুষ থেকে তাদের অবস্থান এখন যোজন যোজন দূরে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের সরকারি ও অনেক বেসরকারি হাসপাতালগুলো যখন করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবাদানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। ফ্রন্টলাইনে কর্মরত যোদ্ধারা জীবন বাজী রেখে কাজ করছেন। তখন কিছু হাসপাতাল-ক্লিনিক যে কোনো সাধারণ সেবায় গেলেও বাধ্যতামূলক করোনা টেস্ট করানোর কথা বলছে, কিংবা করোনা রিপোর্ট ছাড়া চিকিৎসা দিচ্ছেন না। এমনকি কোনো কোনো হাসপাতাল রোগী ভর্তি না করার জন্য নানান ছলচাতুরী আশ্রয় নিচ্ছে, এ মুহূর্তে এটা সমীচীন নয়। তিনি বলেন, আবার করোনা টেস্টের ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান স্মার্ট এবং দ্রুত সেবা দিলেও কারো কারো বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। একদিকে টেস্টের সিরিয়াল পেতে সময় লাগে অন্যদিকে নমুনা দেবার পর রেজাল্ট পেতে লাগছে কয়েক দিন। অহেতুক এসময়ক্ষেপণে রোগী ও তার আত্মীয় স্বজনরা যেমন উদ্বিগ্ন হচ্ছে, তেমনি মনোবল হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আবার অনেকে মৃত্যুর মুখেও পতিত হচ্ছেন। এসকল প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প সময়ে রিপোর্টদান এবং নমুনা সংগ্রহের সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি সেবার মান বাড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মানবিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, কিছু বেসরকারি হাসপাতাল যারা মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে বাণিজ্য করছে। তাদের এব্যাপারে সর্তক হওয়া উচিত। এ দুর্যোগে মানবিক হওয়া উচিত। অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিহার করে সঠিক সেবা দান করুন। জটিল রোগীদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান দেরি হলে তা মৃত্যুর ঝুঁকিতে পতিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে যারা সমন্বয়ের কথা বলেন তাদের উদ্দেশ্যে ওবায়দুল কাদের পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, পৃথিবীর কোথাও কি এমন নজীর আছে? করোনা প্রতিরোধে চিকিৎসা সেবা প্রদান রাজনীতিবীদের কাজ নয়, যাদের দরকার, সেসব বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে, তাদের মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জানান, বর্তমানে ৬৬টি পরীক্ষাগারে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সরকার পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় নমুনা পরীক্ষার সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

ওবায়দুল কাদের আশা প্রকাশ করে বলেন, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতি যেমনি লক্ষ্য অর্জন করেছে, তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পারস্পরিক সহমর্মিতা,ত্যাগ ও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের মাধ্যমে উত্তরনের পথে জাতি এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশে একদিনে রেকর্ড সংখ্যক ৩,৯৪৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৫।।বাংলাদেশে একদিনে সর্বাধিক ১৭ হাজার ৯৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক ৩ হাজার ৯৪৬ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এটি এ পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস শনাক্তের ১১০তম দিনে আজ গতকালের চেয়ে ৪৮৪ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৬ হাজার ৪৩৩টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৪৬২ জন। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ২৬ হাজার ৬৬০ জন। নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৯২ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২১ দশমিক ০৭ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, করোনা আক্রান্ত হয়ে আজ দেশে ৩৯ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ২ জন বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৩৭ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৬২১ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ২৯ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ মৃত্যুর হার দশমিক ০১ শতাংশ কম। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮২৯ জন। গতকালের চেয়ে আজ ২০২ জন কম সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ২ হাজার ৩১ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫১ হাজার ৪৯৫ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪০ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ১৮ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৭ হাজার ৫৮৬টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৭ হাজার ২৪৫টি নমুনা। গতকালের চেয়ে আজ ৩৪১টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬৬টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সর্বাধিক ১৭ হাজার ৯৯৯টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৬ হাজার ৪৩৩টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১ হাজার ৬৬৬টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৪৪৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩২ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৯১ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ২ জন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৮ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ১১ জন। অঞ্চল বিবেচনায় এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ জন, রাজশাহী বিভাগে ৫ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩ জন, রংপুর বিভাগে ৪ জন এবং বরিশাল বিভাগে ২ জন রয়েছেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ৬৪৫ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৩ হাজার ৪২৯ জন। ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৩৭৪ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন ৯ হাজার ৮০ জন। এখন পর্যন্ত আইসোলেশন করা হয়েছে ২২ হাজার ৫০৬ জনকে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৬৫৬ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৯৪৭ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘন্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৬১৮ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৯ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৩ হাজার ৯৯৮ জন।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৩ হাজার ৮শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৬৬ হাজার ৬১৪টি। বর্তমানে ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৩১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬৩৯টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ ১১ হাজার ৯৫টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৯৬ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ১ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৫২০ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ২৯ হাজার ১২৯ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৪ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২১ হাজার ৩৩ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬ লাখ ৪১ হাজার ১৪৮ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৪৪ জন এবং এ পর্যন্ত ১৮ হাজার ৬৬৩ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৩ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ২১২ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৯১ লাখ ২৯ হাজার ১৪৬ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪ হাজার ১৮৭ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৭৯৭ জন বলে তিনি জানান। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

বৃহস্পতিবার আইনজীবীরা কারা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

উচ্চ মাধ্যমিকে এবারও বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি করিমগঞ্জ জেলা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ঘোষিত ২০২০ শিক্ষাবর্ষে অসমে উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ জেলা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কলা বিভাগে এবার জেলায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৪, ৯১৭ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩,৯৩৭ জন। পাশের হার ৮০.০৭ শতাংশ। প্রথম বিভাগে ৬১৬, দ্বিতীয় বিভাগে ১,৪৭৫ এবং তৃতীয় বিভাগে ১,৮৪৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এভাবে বিজ্ঞান বিভাগে করিমগঞ্জ জেলায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৬৮৬ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬২২ জন। পাশের হার ৯০.৬৭ শতাংশ। তাঁদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ৩১১, দ্বিতীয় বিভাগে ২৬৩ এবং তৃতীয় বিভাগে ৪৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সামগ্রিক ভাবে জেলায় আশানুরূপ ফলাফল না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন শিক্ষাপ্রেমীরা।

উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৫ জুন (হি.স.) : অসম উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলা, তিন শাখায় শীর্ষ দশে স্থানাধিকারী এবং উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও।

ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল তাদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলাবোধের সাক্ষ্য। তাদের ভালো ফলাফলের জন্য অভিভাবক, শিক্ষক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা গর্বিত। ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে এভাবেই এগিয়ে যেতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীশ মুখী।

পাশাপাশি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন, কঠোর পরিশ্রম কখনও বিফলে যায় না। পড়ুয়াদের আরও কঠোর পরিশ্রম, উদ্যম, একাগ্রতা সমেত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভবিষ্যতে পরীক্ষার জন্য আরও একবার তৈরি হতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং কঠোর পরিশ্রম যে করেছে তা তাদের পরীক্ষার ফলাফলেই প্রতিফলিত হয়েছে। এই সাফল্যই তাদের পরবর্তীকালে আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারে সাফল্যের পাশাপাশি উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধের জীবনযাপন করা এবং সেই সঙ্গে ভালো মানুষ হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন।

পাশাপাশি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হতাশ না হতে বলেছেন। পরের বছরের পরীক্ষার জন্য নতুন উদ্যম নিয়ে পড়শুনোয় ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর এবার জীবনের নতুন ধাপে প্রবেশ করতে চলেছেন যারা তাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যম নিয়ে আবার চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির আয়োজিত সভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড : বিধি ভঙ্গের দায়ে তিনদিনে ২ লক্ষাধিক টাকা জরিমানা আদায় কাছাড় প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : অতিমারি কোভিড সংক্রমণ ঠেকাতে এবার নতুন উদ্যমে পদক্ষেপ নিচ্ছে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলা প্রশাসন। এখন থেকে মুখে মাস্ক না পরে ঘর থেকে বেরোলে, যত্রতত্র থু বা পানের পিক ফেললে, বাইকে একাধিক লোক চড়লে কঠোর পদক্ষেপ নেবে কাছাড় জেলা প্রশাসন।

গত মঙ্গলবার থেকে আজ পর্যন্ত কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির নির্দেশে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ এবং ট্রাফিক কন্ট্রোল পুলিশের নেতৃত্বে রাস্তাঘাটে অভিযান শুরু হয়েছে। মুখে মাস্ক না পরে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করলে ১০০ টাকা জরিমানা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বাইকে একাধিক লোক উঠলে অথবা পিলিয়ন রাইডিঙের বিরুদ্ধেও তীব্র অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। ধরা পড়লে তাদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা জরিমানা করছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। যেখানে সেখানে থু বা পানের পিক ফেললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধেও জরিমানা করা হচ্ছে।

মঙ্গল, বুধ এবং আজ বৃহস্পতিবার শিলচরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান

ছয়ের পাতায়

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় শিলচরের তিন ছাত্রছাত্রী

শিলচর (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : চলতি শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের মেধা তালিকায় বরাক উপত্যকার তিন ছাত্রছাত্রী রাজ্যস্তরে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। তবে কলা এবং বিজ্ঞান শাখায় কেউ সেরার তালিকায় স্থান না পেলেও বাণিজ্যে তিনজন কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

কাছাড় জেলা সদর শিলচরের রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজের বিনীতা সাহা ৪৬৬ নম্বর লাভ করে তৃতীয় হয়েছে। একই কলেজের আদিত্য দত্ত ৪৫২ নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি অষ্টম স্থান অধিকার করেছে শিলচরেরই বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের সুমিতা রায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৩।

বাণিজ্যে বরাক সেরা রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজের বিনীতা সাহা রাজ্যের মেধা তালিকায় তৃতীয় হওয়ার ব্যাপারে বলেছে, এ ধরনের রেজাল্ট আসবে বলে সে আশা করেছিল। তবে তৃতীয় হয়ে যাবে তা ভাবেনি। এর জন্য পরিবারের সদস্যের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিতে চায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। বিনীতা এখন গুরুচরণ কলেজে বি.কম করবে। পরে সিএ পড়ার ইচ্ছে। বাবা আকাশবাণীর কর্মী হিতাংশু সাহা মেয়ের সাফল্যে অত্যন্ত খুশি। উল্লেখ্য, তার দিদি অঙ্কিতা সাহা গত বছর শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার শাখায় সেরা হয়েছিল।

একই কলেজের আদিত্য দত্ত উচ্চ মাধ্যমিকে বাণিজ্য শাখায় নবম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রয়াত অতনু দত্ত ও রুপা দত্তের পুত্র আদিত্য। বাবা ডিআরডিএ-তে ছিলেন। মা রূপাদেবী বেরেঙ্গার রমণীমোহন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। নিজের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত খুশি। সে-ও ভবিষ্যতে সিএ হতে চায়। আদিত্য জানায়, বাবা মারা যাওয়ার পর মা-ই সবকিছু দেখতেন। তবে পড়াশোনার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপস করেননি তিনি। সবসময় চেষ্টা করে গেছেন তাদের মাধ্যমেই বাবার অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। আদিত্যের সাফল্যে আত্মীয়-পরিজন সবাই খুশি। খুশি কলেজ কর্তৃপক্ষ, সহপাঠীরাও। আদিত্যও নিজের সাফল্যের পেছনে মা, দিদি আত্মীয়দের পাশাপাশি শিক্ষকদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা বলেছে।

এদিকে বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের ছাত্রী সুমিতা রায় ছোটবেলা থেকেই ব্যবসায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে চায় নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। প্রতিবেশীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার স্বপ্ন রয়েছে তার। সুমিতার বাবা প্রীতিশ রায় একজন ব্যবসায়ী। তারাপুরে তাদের দোকান রয়েছে। মা মীনা রায় গৃহবধূ। অষ্টম হবে বা রাজ্যের মেধা তালিকায় ঢুকে পড়বে তা কখনও সে ভাবতেও পারেনি। তার এই কৃতিত্বের জন্য মা-বাবা ছাড়াও বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলেনি সুমিতা।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে বরাক উপত্যকায় পাশের হার করিমগঞ্জের অবস্থান অন্য দুই জেলা কাছাড় এবং হাইলাকান্দি থেকে ভালো। বিজ্ঞান শাখায় ৯০.৬৭ শতাংশ। কলায় ৮০.০৭ শতাংশ। দুই শাখাতেই পাশের হারে কাছাড়-হাইলাকান্দিকে টেক্কা দিয়েছে এই সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জ। কাছাড়ে দুই শাখায় পাশের হার যথাক্রমে ৮৯.৮৩ এবং ৬৫.০৬ শতাংশ। হাইলাকান্দিতে বিজ্ঞানে ৮০.৮৮ এবং কলা শাখায় ৫৬.২৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে।

বাণিজ্য শাখায় অবশ্য কাছাড় জেলাই বরাকের তিন জেলার মধ্যে সেরা ফল করেছে। মেধা তালিকায় তিনটি স্থান অধিকার করেছে কাছাড় জেলার ছাত্রছাত্রীরা। পাশের হারেও বরাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে কাছাড়। ৮৬.৪৪ শতাংশ। করিমগঞ্জ ৭৭.২৩ শতাংশ এবং হাইলাকান্দিতে ৬৯.০৮ শতাংশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সুস্মিতা ফিরলেন দাপটের সঙ্গে

২০১০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৭ সালের ২৯ অক্টোবরএই সাত বছর দর্শকের চোখ নেদারল্যান্ডসের যে ক্রাইম ড্রামায় আটকে ছিল, তার নাম পেনোজা। এবার রাম মাধবন আর সন্দীপ মোদি মিলে বানিয়ে ফেললেন সেই পেনোজারই সংক্ষিপ্ত হিন্দি ভার্সন 'আরিয়া'। ৯ পর্বের এই ওয়েব সিরিজের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রায় ১০ বছর অভিনয় থেকে স্বেচ্ছায় ছুটিতে থাকা সুস্মিতা সেন। আর ১৯ জুন ডিজনি হটস্টারে মুক্তির পর থেকেই সাড়া জাগিয়েছে এই সিরিজ। দর্শক আর সমালোচকদুই পক্ষের কাছ থেকেই ভূরি ভূরি প্রশংসাস্তবক কুড়িয়েছেন ৪৪ বছর বয়সী এই সাবেক বিশ্বসুন্দরী। আইএমডিবির রেটিংয়েও ১০—এ ৮ দশমিক ৩ নম্বর পেয়েছে এই সিরিজ।

বলা যায়, দাপটের সঙ্গেই ফিরেছেন সুস্মিতা। তবে দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই সফলতা এত সহজে ধরা দেয়নি। আরিয়া দেখতে কেমন হবে, তার পোশাক, লুক কেমন হবে, এসব নিয়ে চলেছে বিস্তর গবেষণা। প্রায় ৩০টি লুকের পর আরিয়ার লুক চূড়ান্ত করা হয়। সুস্মিতা সেন বলেন, 'আরিয়ার জন্য আমরা ৩০টি লুক দেখেছি। এই শোয়ের স্টাইলিস্ট একের পর এক নতুন লুক দেখাচ্ছিল। কিন্তু কোনোটাই যেন ঠিক ঠিক আরিয়ার মতো লাগছিল না। অবশেষে ৩০ বার লুক পরিবর্তন করে আরিয়া দেখতে কেমন হবে, তা ঠিক হলো। সবারই মনে ধরল এই লুক। আরিয়ার জন্য যদি আরও লুক পরীক্ষার দরকার হতো, আমি যতবার প্রয়োজন, ততবারই লুক টেস্ট দিতাম। এই চরিত্র যা যা চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে, আমি তার সবই করেছি। একচুলও ছাড় দিইনি।'

এই সিরিজে আরও দেখা দিয়েছেন চন্দ্রচূড় সিং, নমিতা দাস, সিকান্দার খের, জয়ন্ত কৃপালানি, সোহাইলা কাপুর, সুগন্ধা গার্গ, মায়া শারীন, বিশ্বজিৎ প্রধান, মনীষ চৌধুরীসহ অনেকে। সিরিজে সুস্মিতাকে দেখা যায় তিন সন্তানের মায়ের ভূমিকায়। পারিবারিক ড্রাগ ব্যবসার জের ধরে যাঁর স্বামীকে হত্যার পর সুস্মিতাকে দেখা যাবে সব প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে একা লড়তে।

জয়া আহসানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আছে

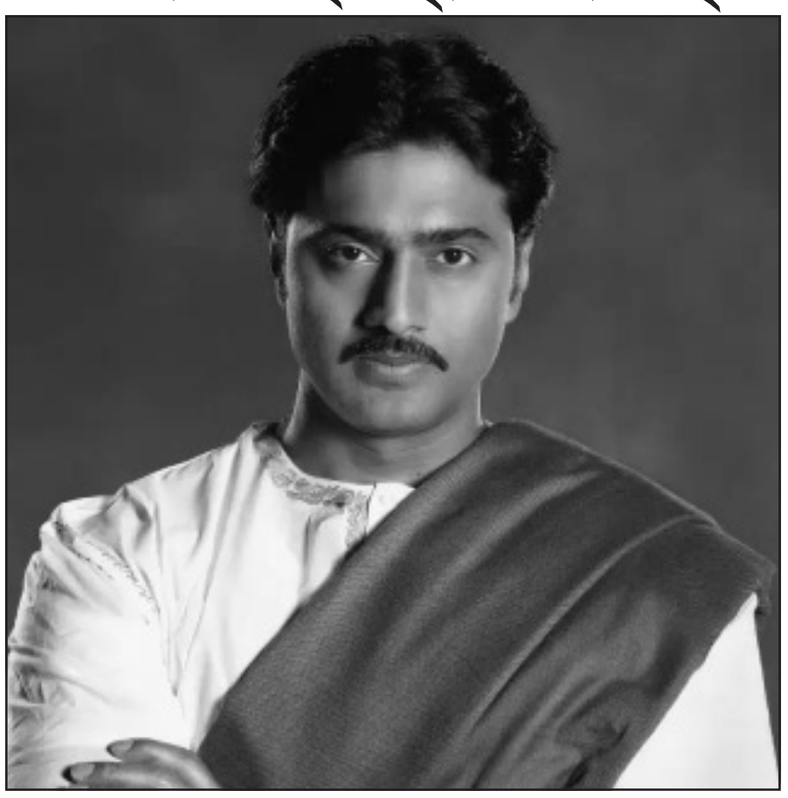

করোনার প্রকোপে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য 'কমান্ডো' ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা শাপলা মিডিয়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার নায়ক দেব-এর প্রতিষ্ঠান দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করছিল। এ দুই প্রতিষ্ঠান মিলে বেশ কিছু ছবি করবে বলে শোনা গিয়েছিল। 'কমান্ডো'র বাকি অংশের শুটিং, সাংসদ হিসেবে নিজের নির্বাচনী এলাকার কাজসহ নানা বিষয় নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন এই টালিউড তারকা।

'কমান্ডো' ছবির শুটিং আবার কবে শুরু হবে?

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরুর ঠিক আগে আমরা প্রায় ১০ দিন শুটিং করেছিলাম। তারপর তো শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। এটি বড় বাজেটের, বড় আয়োজনের ছবি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বাকি কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। তাই পুনরায় শুটিং শুরু করা নিয়ে এখনই কিছু বলা মুশকিল।

'কমান্ডো টু', 'কমান্ডো থ্রি', 'সেরা', 'আশ্রয়', 'সমাপ্তি', 'অধ্যায়', 'কালবেলা', 'খোয়াবনামা', 'পিলু' ও 'লকডাউন' নামে অনেকগুলো ছবির নাম শোনা যাচ্ছে। আপনার প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশের শাপলা মিডিয়া একত্রে ছবিগুলো করবে শোনা যাচ্ছে। এ রকম পরিকল্পনা কি সত্যিই করেছিলেন?

শাপলা মিডিয়ার সঙ্গে 'কমান্ডো' ছবির কাজ করছি। তাদের সঙ্গে কাজ করে ভালো লেগেছে। আশা করি, পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো কাজ করব। কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়েছে। আপাতত দুটি ছবির শিডিউল করা হয়েছে। 'কমান্ডো'র গল্পের প্রয়োজনে দেশের বাইরে শুটিং করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে অনেকগুলো মানুষ নিয়ে বিদেশে গিয়ে শুটিং করা যাচ্ছে না। তাই আপাতত একটু ভিন্নধারার, ছোট পরিসরের নতুন দুটি ছবির কাজ শুরু করতে চাই। দুই দেশের শিল্পী-কলাকুশলী নিয়ে নিয়ম মেনে কাজ করব। করোনা—পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলেও সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করে জুলাই মাসের শেষে ছোট ইউনিট নিয়ে কাজ শুরু করতে পারব।

নতুন ছবি দুটির নাম কী?

ছবি দুটির নাম এখনই বলব না। কাজ শুরু করার আগে প্রচার-প্রচারণার একটি হিসাব-নিকাশ আছে। শুটিংয়ের আগে আগে বড় আয়োজন করে ছবি দুটির নাম ঘোষণা করতে চাই। গত বছর বাংলাদেশের জয়া আহসানকে নিয়ে কাজের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই ছবি দুটোয় কি তিনি থাকছেন?

থাকতে পারেন। ছবির জন্য শিল্পী, কলাকুশলী নির্বাচন শুরু করেছি। এর মধ্যে একটি ছবিতে জয়া আহসান থাকতে পারেন। জয়া আহসানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আছে। আগে থেকে তাঁকে নিয়ে কাজের পরিকল্পনা করে রেখেছি। এখন দেখা যাক কী হয়।

'টনিক' ও 'হবুচন্দ্র' নামে আপনার দুটি ছবি মুক্তির কথা ছিল। সেগুলো কি মুক্তি পাবে?

মে মাসে মুক্তির কথা ছিল। করোনাভাইরাসের কারণে আটকে গেছে। দুটিই আমার নিজের ঘরের ছবি, 'টনিক'-এ আমি অভিনয় করেছি। মাঝে সিনেমার সব ধরনের কাজ বন্ধ ছিল, এখন খুলেছে। গ্রাফিকসের কাজ চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে সিনেমার শুটিং করা, প্রেক্ষাগৃহ খোলার কোনো খবর আছে?

বেশ কিছুদিন আগেই শুটিংয়ের অনুমতি পাওয়া গেছে। ডাবিং, সম্পাদনাসহ পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়েছে। তবে শুটিং এখনো ঠিক সেভাবে শুরু হয়নি। টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলোর শুটিং চলছে। সিনেমা হল খোলার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

সাংসদ হিসেবে করোনাকালে মানুষের জন্য কী করলেন?

করোনায় কর্মহীন অসহায় মানুষের জন্য কিছু কাজ তো করছিই। এটি আমার দায়িত্ব। আমার নির্বাচনী এলাকায় মাঝেমধ্যে যাচ্ছি। ভারতজুড়ে লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে আমার নিবাচনী এলাকা পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করেছি, টানা ৩১ মে পর্যন্ত। আবার খাবার দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর বাইরে করোনা--- পরিস্থিতির মধ্যে সেখানকার মানুষের চিকিৎসাসহ নানা খাতে সরকারি তহবিল থেকে এক কোটি রুপি সহযোগিতা দিয়েছি।

নিজের এলাকার বাইরে?

আমাদের রাজ্যের যেসব শ্রমিক বাইরে গিয়ে আটকা পড়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই নিজ খরচে ফেরার ব্যবস্থা করেছি। নেপালে প্রায় ৫০০ শ্রমিক আর্থিক সংকটে পড়ে ফিরতে পারছিলেন না। তাঁদের ফেরার ব্যবস্থা করেছি। জম্মু—কাশ্মীর থেকে শ খানেক শ্রমিককে ফিরিয়েছি। রাশিয়ায় আটকে পড়া ৭৫ জন মেডিকেল ছাত্রকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। রাশিয়া টু কলকাতা সরাসরি বিমান নেই, আসতে হবে মুম্বাই হয়ে। কিন্তু মুম্বাইয়ে এসে তাঁদের ১৪ দিন আটকে থাকতে হবে। আর্থিক সমস্যার কথা জানিয়ে তাঁরা আমাকে মেইল করেছিলেন। আমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সরাসরি কলকাতায় আসার ব্যবস্থা করেছি। ২৭ জুন তাঁরা দেশে ফিরবেন।

বয়স হার মানাতে পারেনি তাঁদের

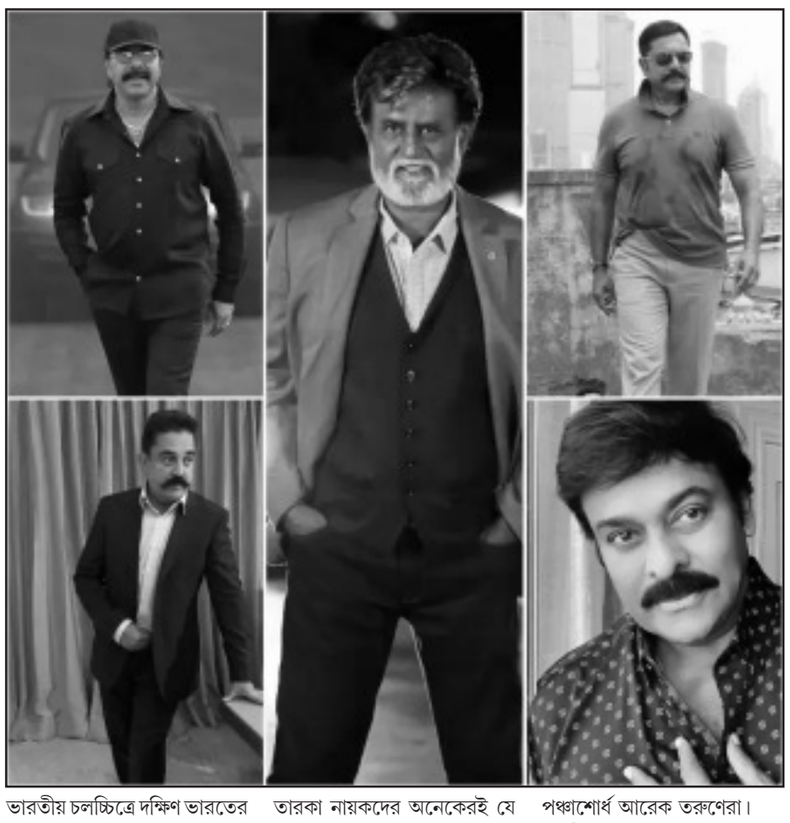

ভারতীয় চলচ্চিত্রে দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিগুলো ক্রমেই জানান দিচ্ছে নিজেদের শক্তির পরিচয়। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কন্নড় সিনেমার ভক্ত এখন বলিউড থেকেও যেন বাড়ছে ক্রমেই। করোনাকালে লকডাউন শিথিল করায় অনুমতি পাচ্ছে চলচ্চিত্র শুটিংয়ের। অন্য সব রাজ্যে ৬০ বছরের ওপরে অভিনয়শিল্পীদের শুটিংয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই। তবে তেলেঙ্গানা সরকার এই বিষয়ে যেন একটু নীরব। কারণ, তেলেগু ছবির তারকা নায়কদের অনেকেরই যে বয়স ৬০—এর ওপরে!

পর্দা কাঁপানো মহাতারকা চিরঞ্জীবী, বালাকৃষ্ণ, নাগার্জুন কিংবা ভেঙ্কটেশ সবাই ষাটে পা দিয়েছেন। শুধু তেলেগু আর করোনার সময়েই নয়, কোনো সময়েই বয়স দাবিয়ে রাখতে পারেনি দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কন্নড় সিনেমার এই তারকাদের। ষাট কিংবা তার ওপরে, সংখ্যা কেবল সংখ্যাই হয়ে আছে। ৩০ বছরের তরুণ নায়কদের সঙ্গেই টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলছেন পঞ্চাশোর্ধ আরেক তরুণেরা।

রজনীকান্ত (৭০)

রজনীকান্তের কথাই ধরুন না। বলিউড কিংবা তামিল ভাষার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির এই মহাতারকা নায়ক হিসেবে এখনো তরুণ। এ বছর পড়লেন সত্তরে। কিন্তু তাতে কী! ছবি মুক্তির সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলে যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়। শুধু দক্ষিণ ভারতেই নয়, ভারতজুড়েই প্রণম্য এই তারকা। পূজিত হন ভক্তদের কাছে। বাসচালকের সহকারী থেকে ভারতের কিংবদন্তি তারকা বনে যাওয়া রজনীকান্তের সিনেমায় যাত্রা ১৯৭৫ সালে। এখনো চলছে তা। এ বছর মুক্তি পেয়েছে 'দরবার'। আগামী বছর আসছে 'অন্নাথা'।

ম্যামোট্টি (৬৯)

রজনীকান্ত যদি তামিলনাড়ুর মহাতারকা হন, তবে মুহাম্মদ কুট্টি পানাপারম্বিল ইসমাইল ওরফে ম্যামোট্টি হলেন কেরালার মহাতারকা। মালয়ালম ভাষার সিনেমা বা মলিউডের এই মহাতারকা বয়সে এক বছরের ছোট রজনীকান্তের থেকে। তাঁর ছেলে দুলকার সালমান এখন তরুণ সিনেপ্রেমীদের কাছে প্রিয় নাম। ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ম্যামোট্টিও এখনো অভিনয় করে যাচ্ছেন বড় পর্দায়। ১৯৭৩ সালে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু। এ বছর মুক্তি পেয়েছে 'শাইলক' ছবিটি। মুক্তির অপেক্ষায় 'ওয়ান' ও 'দ্য প্রিস্ট'।

শরৎকুমার (৬৬)

তামিল ভাষার ছবিতে এক রজনীকান্তের জনপ্রিয়তার ছায়ায় অনেক তারকাই ঢেকে গেছেন। শরৎকুমার তাঁদের একজন। রজনীকান্তের মতো অত নামডাক না থাকলেও তামিলনাড়ুতে তিনি মহাতারকা। তেলেগু সিনেমা দিয়ে শুরু হলেও তামিল সিনেমাতে তিনি এক পরিচিত নাম। অভিনয়, সাংবাদিকতা ও শরীরচর্চা ছাড়াও রাজনীতি সামলান দক্ষ হাতে। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পায় তাঁর 'ভেনাম কোট্টাটুম' ছবি। মুক্তির অপেক্ষায় হাতে আছে আরও গোটা দুয়েক।

কমল হাসান (৬৬)

তামিল ভাষার সিনেমার আরেক পাণ্ডব কমল হাসান। জনপ্রিয়তায় রজনীকান্তকে ছুঁই ছুঁই। তাঁর মেয়ে শ্রুতি হাসান দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার হার্টথ্রব নায়িকা। বাবা-মেয়ে দুজনেই সমানভাবে জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাতে। চার বছর বয়সেই অভিনয়ের জন্য মিলেছিল রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। ১৯৬০ সালে মালয়ালম সিনেমা দিয়ে যাত্রা শুরু শিশুশিল্পী হিসেবে। তারপর সে যাত্রা এখনো চলছে। আর হয়ে উঠেছেন তামিল সিনেমার মহাতারকা। ২০১৮ সালে 'বিশ্বরূপম' মুক্তির পর, এখন হাতে আছে 'ইন্ডিয়ান টু' সিনেমাটি।

চিরঞ্জীবী (৬৫)

তেলেগু সিনেমার মহানায়ক তিনি। রাজনীতি ও অভিনয় দক্ষ হাতে সামলান তিনি। বিজয় দেবারাকোন্ডার মতো তরুণ অভিনেতাদের সঙ্গে চিরঞ্জীবীও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেন সিনেমা হলে। ১৯৭৮ সালে পথচলা শুরু বড় পর্দায়। আর ২০২০ সালে আসছে তাঁর নতুন ছবি 'আচার্য'।

এই সময়ে আমাদের মানবিক আচরণ বেশি জরুরি

কলকাতায় 'এটা আমাদের গল্প' ছবিতে কাজ শেষ করে মার্চে দেশে ফেরেন অভিনেত্রী তারিন। তারপর থেকেই লকডাউনে ঘরবন্দী হন এই অভিনেত্রী। ঘরে থেকে সচেতনতামূলক কিছু কাজ করলেও তিন মাস পর 'বনে ভোজন' নামে একটি ঈদের নাটকের শুটিংয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। বর্তমান শুটিং—ভাবনা, কলকাতার ছবির ডাবিং ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কথা বললেন এই তারকা।

'বনে ভোজন' নাটক সম্পর্কে একটু জানতে চাই?

তিন মাস পর ২২ জুন 'বনে ভোজন' নামে ঈদের একটি ধারাবাহিকের শুটিং শুরু করেছি। নাটকের মূল গল্প লিখেছেন সাজু খাদেম। নাটকটির পরিচালক গোলাম সোহরাব দোদুল। চিত্রনাট্য করেছেন লিটু সাখাওয়াত। নাটকে আমার চরিত্র ষাটের দশকের মেয়ের। আমার সহশিল্পী জাহিদ হাসান। নাটকটি ঈদে প্রচার হবে।

দীর্ঘদিন পর শুটিংয়ে ফিরে কেমন লাগছে?

বলতে গেলে মিডিয়াতেই আমার বেড়ে ওঠা। ৩৭ বছরের ক্যারিয়ারে এখন অভিনয় আমার নেশা এবং পেশা। গত ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে কাজ থেকে এতটা সময় দূরে থাকা হয়নি। তিন মাস পর সেই পুরোনো লোকজন, পুরোনো ইউনিট, আমার সহকর্মী, নির্মাতা সবার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ ভালো লাগছে।

করোনার আগে এবং বর্তমান কাজের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন?

করোনার আগে বাসা থেকে বের হয়ে শুটিংয়ে যাওয়ার যে প্রস্তুতি থাকে, সেখানে এবার বাসা থেকে বের হতে এক্সট্রা প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। মাস্ক, গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্প্রে সঙ্গে নিয়েছি কি না, বারবার দেখতে হয়েছে। চেয়ার, পানির বোতল নিয়ে আসতাম। এগুলোই শুধু আগের মতোই নিয়ে এসেছি।

১ জুন নিয়ম মেনে শুটিং শুরু হয়েছে, আপনি ২১ দিন পর শুটিং শুরু করলেন। যখন করোনা—পরিস্থিতি তুলনামূলক খারাপের দিকে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে

আগে মেকআপ রুমে সবাই থাকতাম। এবার একা একটি রুমে আছি। নিজের মেকআপ নিজেই করছি। শুটিংয়ে বিশাল সেটের জায়গায় এবার গুটিকয় মানুষ। আসলে যে জিনিস দেখা যায় না, তার জন্য ফাইট করাটাও কঠিন। যে জন্য শিল্পী, টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে সবাই সারাক্ষণ মাস্ক পরে আছে, দূরত্ব মেইনটেইন করছে, একটু পরপর হাত ধুচ্ছে। সবাই পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে কাজ করছে। আমি আগে থেকেই আমার ব্যবহারের জন্য কসমেটিকস, শুটিংয়ে খাবার, ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন মনে হয়েছে কি না?

আমি গল্প, স্ক্রিপ্ট, চরিত্র বুঝেশুনেই কাজ করতে চেয়েছি। এই স্ক্রিপ্ট ভালো লেগেছে, ইউনিটের সবাই নিট অ্যান্ড ক্লিন, সে জন্য কাজ করতে সম্মতি দিয়েছি। আর করোনাটা এমন নয় যে এটা দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। দিন যত যাবে ততই সংক্রমণ বাড়বে। এখন বাইরে বের হলেই করোনা হবে বিষয়টা এমন নয়। অনেকেই ঘরে বসে এফেক্টেড হচ্ছেন। আবার বাইরে সরকারি আদেশ পালন করতে গিয়ে অনেক মন্ত্রী ও সরকারি আমলা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বলা যায়, কর্মক্ষেত্রে থেকে সচেতন হয়ে কাজ শেষে বেরিয়ে আসাটাও চ্যালেঞ্জিং। আর করোনায় এফেক্টেড ভাগ্যে লেখা থাকলে যেকোনোভাবেই হতে পারে। তবে এটা সত্য কথা, আমাদের নাটকের শিল্পীরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন।

সোশ্যাল ডিসট্যান্স কতটা মানছেন?

কথাটা বলা হয়, সোশ্যাল ডিসট্যান্স। কিন্তু আমি সোশ্যাল ডিসট্যান্স না বলে বলব সোশ্যালি আমরা অনেক বেশি কাছে থাকব। একে অপরের বিপদে কাছে থাকব। অমানবিক আচরণ করব না। মানসিকভাবে ধীর, স্থির ও শান্ত থাকবে হবে। আমরা সোশ্যালি কাছে থাকব। কিন্তু করোনা ছোঁয়াচে হওয়ায় আমরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখব, কিন্তু মানবিক হব আচরণে।

কেটির মেয়ে নিজেই নিজের নাম রাখবে

গত মার্চে ইনস্টাগ্রামে পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, মা হতে চলেছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, "এই গ্রীষ্মে নতুন অ্যালবামের সঙ্গে আরও একজন আসছে। মনে হচ্ছে দারুণ কিছু হবে।" তিনি কেটি পেরি। এই গ্রীষ্মেই ৩৫ বছর বয়সী সংগীতশিল্পী কেটি পেরি ও ৪৩ বছর বয়সী ব্রিটিশ অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুম তাঁদের প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে চলেছেন। বিবিসিকে যা বলেছেন, তার সরাসরি অর্থ এমন, "মনে হচ্ছে বড় একটা পার্স সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। আমি দ্বিগুণ আনন্দিত আর উচ্ছ্বসিত। এই গ্রীষ্মে অনেক কিছু ঘটবে। নিজেদের জন্য সন্তান আর নিজের ও ভক্তদের জন্য অ্যালবামওহ, ভাবা যাচ্ছে না!"আর এই বেলা বোস্টনের মিক্স ১০৪ দশমিক ১ রেডিও শোতে জানালেন, তাঁদের কন্যাসন্তান নাকি নিজেই নিজের নাম রাখবে। মেয়ের নাম কী রাখবেন? কার্সন ও কেনেডির মর্নিং শোতে এমন প্রশ্নের উত্তরে কেটি বলেন, "সত্যি কথা বলতে কী, এখনো ভাবিনি। আমার মনে হয় যে আমরা ওর জন্য কিছু নাম বাছাই করে রাখব। তারপর ও একটু বড় হয়ে একটা পার্টি দেবে। সেই পার্টিতে ও নিজের নাম নিজেই পছন্দ করে বেছে নেবে।"

নামের সম্ভাব্য তালিকা বানাতেও ভক্তদের উৎসাহের শেষ নেই। অনেকেই কেটির দাদি অ্যান পার্লে হাডসনের নামের সঙ্গে মিলিয়ে কেটির মেয়ের নাম রাখার জন্য ভোট দিচ্ছেন। আর কেটি কেবলই সময়টা উপভোগ করছেন।

বললেন, "লকডাউনের এই সূর্যের নিচে যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া সম্ভব, আমি ততটাই উচ্ছ্বসিত। সব রকম আবেগে ডুবে আছি। এই আমি উদ্বিগ্ন, এই আবার আমি খুশি, এই আবার কোত্থেকে বিষণতা জেঁকে ধরল। আমি আবেগের সব রকম তীব্রতা উপভোগ করছি। আর এখন তো বিশ্ব খুবই অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় ঘরে বসে নতুন প্রাণের জন্য অপেক্ষা করাটা খারাপ না।"কেটি পেরি এই প্রথম মা হতে যাচ্ছেন। তবে অরল্যান্ডো ব্লুম ৯ বছর আগেই পেয়েছেন প্রথম বাবা হওয়ার স্বাদ। কেননা, সাবেক স্ত্রী, মডেল মিরান্ডা কেরের ঘরে ৯ বছর বয়সী তাঁর একটা ছেলে সন্তান।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে আগরতলায় গণ অবস্থান পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় শিলচরের তিন ছাত্রছাত্রী নিজেদের জায়গা করেছে

শিলচর (অসম), ২৫ জুন (হি.স.) : চলতি শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের মেধা তালিকায় বরাক উপত্যকার তিন ছাত্রছাত্রী রাজ্যস্তরে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। তবে কলা এবং বিজ্ঞান শাখায় কেউ সেরার তালিকায় স্থান না পেলেও বাণিজ্যে তিনজন কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

কাছাড় জেলা সদর শিলচরের রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজের বিনীতা সাহা ৪৬৬ নম্বর লাভ করে তৃতীয় হয়েছে। একই কলেজের আদিত্য দত্ত ৪৫২ নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি অষ্টম স্থান অধিকার করেছে শিলচরেরই বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের সুমিতা রায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৩।

বাণিজ্যে বরাক সেরা রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজের বিনীতা সাহা রাজ্যের মেধা তালিকায় তৃতীয় হওয়ার ব্যাপারে বলেছে, এ ধরনের রেজাল্ট আসবে বলে সে আশা করেছিল। তবে তৃতীয় হয়ে যাবে তা ভাবেনি। এর জন্য পরিবারের সদস্যের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিতে চায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। বিনীতা এখন গুরুচরণ কলেজে বি.কম করবে। পরে সিএ পড়ার ইচ্ছে। বাবা আকাশবাণীর কর্মী হিতাংশু সাহা মেয়ের সাফল্যে অত্যন্ত খুশি। উল্লেখ্য, তার দিদি অঙ্কিতা সাহা গত বছর শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার শাখায় সেরা হয়েছিল।

এদিকে বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের ছাত্রী সুমিতা রায় ছোটবেলা থেকেই ব্যবসায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে চায় নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। প্রতিবেশীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার স্বপ্ন রয়েছে তার। সুমিতার বাবা প্রীতিশ রায় একজন ব্যবসায়ী। তারাপুরে তাদের দোকান রয়েছে। মা মীনা রায় গৃহবধূ। অষ্টম হবে বা রাজ্যের মেধা তালিকায় ঢুকে পড়বে তা কখনও সে ভাবতেও পারেনি। তার এই কৃতিত্বের জন্য মা-বাবা ছাড়াও বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলেনি সুমিতা।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে বরাক উপত্যকায় পাশের হার করিমগঞ্জের অবস্থান অন্য দুই জেলা কাছাড় এবং হাইলাকান্দি থেকে ভালো। বিজ্ঞান শাখায় ৯০.৬৭ শতাংশ। কলায় ৮০.০৭ শতাংশ। দুই শাখাতেই পাশের হারে কাছাড়-হাইলাকান্দিকে টেক্কা দিয়েছে এই সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জ। কাছাড়ে দুই শাখায় পাশের হার যথাক্রমে ৮৯.৮৩ এবং ৬৫.০৬ শতাংশ। হাইলাকান্দিতে বিজ্ঞানে ৮০.৮৮ এবং কলা শাখায় ৫৬.২৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে।

বাণিজ্য শাখায় অবশ্য কাছাড় জেলাই বরাকের তিন জেলার মধ্যে সেরা ফল করেছে। মেধা তালিকায় তিনটি স্থান অধিকার করেছে কাছাড় জেলার ছাত্রছাত্রীরা। পাশের হারেও বরাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে কাছাড়। ৮৬.৪৪ শতাংশ। করিমগঞ্জ ৭৭.২৩ শতাংশ এবং হাইলাকান্দিতে ৬৯.০৮ শতাংশ।

১৯৭৫ সালের ২৬ শে জুনের সেই দিন

বেদ প্রতাপ বৈদিক ।নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.): এখন ৪৫ বছর পরে আবার সেই দিনটির কথা মনে পড়েছে। সেই দিনগুলিতে আমি নবভারত টাইমসের সহ-সম্পাদক ছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে নিজের শহর ইন্দোরে এসেছিলাম।২৬ শে জুন সকালে সিয়াগঞ্জের নিকটবর্তী হাসপাতালে বন্ধু কুপ্পু সি সুদর্শনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। পরে তিনি আরএসএসের সরসঙ্ঘচলক হন। সুদর্শনজীর পা ভেঙে গিয়েছিল সেবার। আমাকে দেখেই সে নিজের ট্রানজিস্টরটি চালান। প্রথম খবর শুনেই শরীরের রোয়া দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ২৫ জুন রাতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। সূর্যোদয়ের আগেই জয়প্রকাশজি সহ অনেক নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সুদর্শনজি সঙ্গে দেখা করার পরে আমি সরাসরি ”নয়া দুনিয়া ” - র কার্যালয়ে গেলাম। পত্রিকার মালিক লাভচন্দ জী ছাজলানি, তিওয়ারি জি, সম্পাদক-প্রধান রাহুল জি বারপুটে, অভয় জি ছাজলানী ইত্যাদি সকলেই একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই রাজ্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় খালি রাখা হবে। ততক্ষণে সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ সকলের কাছে পৌঁছেছিল।ওই দিনই দুপুরের ট্রেন ধরে দিল্লিতে চলে এলাম।নবভারত টাইমসের সমস্ত সাংবাদিকদের সভা ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এতে সমস্ত বিধিনিষেধ পড়েছিল। আমাদের সম্পাদক অক্ষয় কুমার জৈনের ঘরে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে আমি এখনই পদত্যাগ করতে চাই।তিনি বলেছিলেন যে আমি আপনাকে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পাদকীয় লিখতে বলব না। আপনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ। আপনি শুধু ওটিই লিখতে থাকুন। অফিসে দু”জন সহ-সম্পাদক, যিনি আমার চেয়ে প্রবীণ ছিলেন, তারা জরুরি অবস্থার সমস্ত উল্টোপাল্টা কাজকে সাধুবাদ জানায়। তৃতীয় দিন কুলদীপ নায়ার দিল্লির প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের একটি সমাবেশ ডেকেছিলেন। কুলদীপ জিৎ এবং আমি জরুরি অবস্থার নিন্দা করেছি।তারপরে আমি বলেছিলাম যে এখানে রাখা রেজিস্টারে সমস্ত সাংবাদিকদের স্বাক্ষর করা উচিত।এর পরেই দেখতে দেখতে হলটি খালি হয়ে গেল।

আমার সহপাঠী এবং জনসত্তা পত্রিকার সম্পাদক প্রভাস জোশী সম্ভবত এই রেজিস্টারে প্রথম সই করেছিলেন। পরের দু-চার দিনে ভারতীয় সাংবাদিকতার জগতের পরিবর্তন ঘটে। দিল্লির শাস্ত্রী ভবনে বসে থাকা মালয়ালি অফিসারকে না দেখিয়ে কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রকাশ করা যায়নি।

জেলে আটকে এবং লুকিয়ে থাকা অনেক নেতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি অটল জি, চন্দ্রশেখর জি, রাজনারায়ণ জি, মধু লিমেয়ে, জর্জ ফার্নান্দেস, বলরাজ মধোর প্রমুখের বার্তা পেতাম। তৎকালীন বেশ কয়েকজন প্রবীণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম, কমলপতি ত্রিপাঠি, প্রকাশচাঁদ মেঠি, বিদ্যাচরণ শুক্লা ইত্যাদির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল।সেই দিনগুলিতে বিদ্যা ভায়া (তথ্যমন্ত্রী) এবং আমি জবালপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়েছিলাম।জরুরি অবস্থা নিয়ে আমি প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছি।বিদ্যা ভায়া আমার সাথে কথা না বলে চলে গেলেন।রাতে অনেক সাংবাদিক আমার সাথে গোপনে দেখা করতে এসেছিলেন।একদিন ”হিন্দুস্তান টাইমস”-এর সম্পাদক জর্জ ভার্গেসের একটি কল এসেছিল যে তাকে এবং আমাকে আগামীকাল সকালে গ্রেপ্তার করা হবে।আমার বাবা ইতিমধ্যে ইন্দোরের কারাগারে ছিলেন এবং ছাত্রাবস্থায় আমি বেশ কয়েকবার জেল খেটেছি। আমি সব প্রস্তুতি নিয়েছিলাম কিন্তু কেউ আমাকে ধরতে আসেনি।

১৩ বছর পর হাফলং সিজেএম আদালতে পূর্ণেন্দু-নিন্দু লাংথাসা খুনের চার্জশিট জমা দিল অসম পুলিশ

গুয়াহাটি, ২৫ জুন (হি.স.) : দীর্ঘ ১৩ বছর পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তদানীন্তন সিইএম পূর্ণেন্দু লাংথাসা এবং ইএম নিন্দু লাংথাসা খুনের চার্জশিট জমা দিল অসম পুলিশ। সেই সঙ্গে এই মামলার প্রসিকিউশন অনুমোদন দিয়ে রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার পূর্ণেন্দু-নিন্দু খুন মামলায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা সহ আরও ছয় জনকে অভিযুক্ত করে হাফলং সিজেএম আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে ডিমা হাসাও পুলিশ। ২০০৭ সালের ৪ জুন ডিমা হাসাও জেলার দিহাঙ্গি থানার অন্তর্গত লাংলাই হাসনু গ্রামে ডিএইচডি (জে) জঙ্গি সংগঠনের ক্যাডররা পূর্ণেন্দু লাংথাসা এবং নিন্দু লাংথাসাকে আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে খুন করেছিল। তার পর ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২১/১২১এ-র অধীনে দিহাঙ্গি থানায় মামলা রুজু করা হলে এই খুনের চার্জশিট এতদিন আদালতে জমা দেয়নি পুলিশ। অভিযোগ, হাইভোল্টেজ ওই খুনের মামলায় জড়িত ছিলেন সে সময়ের জঙ্গি নেতা তথা পার্বত্য পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসা।

২০০৮ সালে এই খুনের মামলায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২১/১২১এ-র অধীনে দেবোলাল গারলোসা সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হলেও এর তদন্ত বেশি দূর এগোয়নি। তার পর এই খুনের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রয়াত নিন্দু লাংথাসার পুত্র ডেনিয়েল লাংথাসা গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে আদালত ওই মামলার চার্জশিট জমা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও অসম পুলিশকে নির্দেশ দেয়। এর পর রাজ্য সরকার ও অসম পুলিশ বৃহস্পতিবার হাফলং সিজেএম কোর্টে ওই খুনজনিত মামলার চার্জশিট দাখিল করে। বৃহস্পতিবার নিম্ন আদালতেই ওই খুনের মামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছে গৌহাটি হাইকোর্ট।

এদিকে গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী এস বৈরাগী জানান,

ছয়ের পাতায়

মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে : কে শিবন

বেঙ্গালুরু, ২৫ জুন (হি.স.): বেসরকারি সংস্থাগুলিও এবার মহাকাশ অভিযানের জন্যে রকেট বানাতে পারবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র দরজা খুলে গেল বেসরকারি সংস্থার জন্য। ইসরো-র চেয়ারম্যান কে শিবন জানিয়েছেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ভারতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। সম্প্রতি ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে (স্পেস সেক্টর) বেসরকারি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। আর এরপরেই বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন ইসরো-র প্রধান কে শিবন।

ভিডিও বার্তায় ইসরো প্রধান বলেন, ‘সেক্টর স্পেস এক্টিভিটিকে আরও বেশি প্রোমোট করবে মহাকাশ বিভাগ। এর ফলে যেমন অনেক বেশি সংখ্যক রকেট তৈরি হবে, তেমনই বাণিজ্যিক ভাবে স্পেস বেসড সার্ভিসের পরিমানও বাড়বে। পৃথিবীর খুব কম দেশের কাছেই অত্যাধুনিক স্পেস টেকনোলজি আছে। ভারত তার মধ্যে অন্যতম। এতে বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে ভারত আরও দ্রুত উন্নতি করবে। কেন্দ্র মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছে।’ কে শিবন আরও জানান, ‘ভারতের আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্পেস বেসড সার্ভিসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে মহাকাশ গবেষণা আরও দ্রুত ও সঠিক হবে। ফলে দেশের টেকনোলজি আরও উন্নত হবে।’

প্রসঙ্গত, এখন থেকে রকেট তৈরি, স্যাটেলাইট এবং অন্যান্য উৎক্ষেপণে-র সহযোগী হতে পারবে বেসরকারি সংস্থা। আমাদের দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যাতে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে তা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, এর ফলে ইসরো-র গবেষণামূলক কাজ কমে যাবে, এমনটা মোটেও নয়-জানিয়ে দিয়েছেন কে শিবন।

দেশে সপ্তম রাজ্য হিসেবে অসমে গঠিত তৃতীয় লিঙ্গ কল্যাণ পর্ষদ, অ্যাসোসিয়েট ভাইস চেয়ারপারসন স্বাতী বিধান বরুয়া

গুয়াহাটি, ২৫ জুন (হি. স.) : অসমে তৃতীয় লিঙ্গ কল্যাণ পর্ষদ গঠিত হয়েছে। দেশের সপ্তম রাজ্য হিসেবে অসম এই পর্ষদ গঠন করেছে। সমাজ কল্যাণ দফতরের অধীন এই পর্ষদ অর্ধ-বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ব্যবহার করবে। তবে পর্ষদটি তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের কল্যাণে স্বশাসিত ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে।

তৃতীয় লিঙ্গের প্রতি অন্যায়জনিত ঘটনার অনুসন্ধান, তদন্ত, তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো অভিযোগ নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে পর্ষদের। এ-বিষয়ে পর্ষদের অ্যাসোসিয়েট ভাইস চেয়ারপারসন স্বাতীবিধান বরুয়া হিন্দুস্থান সমাচার-কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, তৃতীয় লিঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন যথেষ্ট স্পর্শকাতর বিষয়। ফলে, সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখেই এ-ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সে-ক্ষেত্রে গ্রাম এবং জেলা স্তরে সংবেদনশীল কর্মসূচির আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন অফিসে তাঁদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণের খোঁজ নিতে হবে। বরুয়া বলেন, তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রগতির প্রশ্নে দক্ষতা বিকাশে কর্মসূচি নেওয়া হবে এবং শিক্ষার আলো থেকে যাঁরা বাইরে, তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রাজ্যের সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য সাধারণ সমস্যা বিবেচনায় রেখে কেন্দ্রের তৃতীয় লিঙ্গ আইন অসমেও কার্যকর করা হবে, বলেন স্বাতীবিধান।

স্বাতীবিধান বরুয়ার মতে, তৃতীয় লিঙ্গ কল্যাণ পর্ষদ গঠনে আরও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু, গঠন না হওয়ার বদলে কিছুটা বিলম্ব মেনে নেওয়া যায়। তাঁর দাবি, তৃতীয় লিঙ্গ আইন এবং তৃতীয় লিঙ্গ কল্যাণ পর্ষদ একত্রিতভাবে ওই সম্প্রদায়ের প্রগতি-র জন্য কাজ করবে। এছাড়া, অন্যান্য সমস্যাবলি সমাধানের চিন্তাভাবনা করবে অসম সরকার।

অজিত দোভালের ছেলের চিন সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : সীমান্তে চিনের সঙ্গে বিবাদ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। সম্প্রতি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের ছেলে শৌর্য দোভালের চিন সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। কোনও যুক্তিতে শৌর্য দোভাল চিন সফর করছে, তা জানতে চাইছে শতাব্দী প্রাচীন দলটি।ভারত ও চিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা কেন পালন করছে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, তা জানতে চেয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা জানিয়েছেন, দেশের সীমান্তে সংকট রয়েছে।এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী এবং বিশেষজ্ঞদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে। এই সময় চিনকে জবাব দিতে হবে।চিন প্রতিদিন নতুন দাবি করে আসছে। এখন তো লাদাখের নেতাও বলছে চিন অনেক ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করে ফেলেছে।অন্যদিকে অরুণাচল প্রদেশ থেকেও সংকটজনক খবর আসছে। পবন খেরার অভিযোগ এমন পরিস্থিতিতে চিনের বামপন্থী দলের সঙ্গে বিজেপি সম্পর্ক ভাল করার জন্য প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছে। এতে ভারতের কি লাভ। যদি সম্পর্ক মজবুত হয় তবে সীমান্তে এখনো উত্তেজনা কেন। ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের ভূমিকা কি।এটাই অজিত দোভালের ছেলের ভূমিকাই বা কি। যে কোনও সরকারের কাছে দুইটি রাস্তা খোলা। হয় সে দেশের জনগণকে নিয়ে চলুক নয়তো চিনের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে সেনার পাশে এসে দাড়াক। এই ভাবে সরকার কেন বালির মধ্যে মুখ গুঁজে রয়েছে।

পূর্ব লাদাখ থেকে ফিরলেন সেনাপ্রধান, তৈরি হল রণনীতি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.) : পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলএসি) দু”দিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখার পরে বৃহস্পতিবার বিকেলে সেনা প্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে দিল্লি ফিরে এসেছেন। চিনের আগ্রাসন রোখার জন্য রণনীতি তৈরি করে ফিরেছেন। গালওয়ান উপত্যকার বিতর্কিত অঞ্চল থেকে চীনকে পিছু হটেছে। তবে প্যানগং হ্রদ এখনও উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।

সেনাবাহিনী প্রধান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, সিডিএস এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। বুধবার সেনাপ্রধান নরওয়ান পূর্ব লাদাখের ফরোয়ার্ড পোস্টগুলো পরিদর্শন করে সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি চীনের সাথে দুটি করা ১৪ কর্পস কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরিন্দর সিংহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন, সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় চিনা সেনার সঙ্গে ভারতীয় সেনার সঙ্গে হাতাহাতি হয়।ওইদিন রাতে নিহত হন ২০ জন ভারতীয় জওয়ান। পাশাপাশি চিনেরও সেনা মারা গিয়েছে।

আত্মনির্ভর উত্তর প্রদেশ রোজগার অভিযান শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন (হি. স.): আত্মনির্ভর উত্তর প্রদেশ রোজগার অভিযান শুভারম্ভ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৬ জুন, শুক্রবার সকাল ১১ টায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিতিতে এই শুভারম্ভ করবেন তিনি। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এর উদ্বোধন হবে। এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের ছয়টি জেলার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আলাপচারিতা করবেন। সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ওই ছয় জেলার বাসিন্দারা কমন সার্ভিস সেন্টার, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে সমবেত হয়ে এই অনুষ্ঠানে সমবেত হবে। উত্তর

ছয়ের পাতায়

কংগ্রেসের দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : পেট্রোল ও ডিজেলের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ও লাদাখে দেশের ভূখণ্ডে চীনা আগ্রাসনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কংগ্রেস দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শুক্রবার ২৬ জুন সারা দেশে ”শহীদো কো সালাম” বা ”শহীদদের সেলাম” কর্মসূচির মাধ্যমে লাদাখের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে। শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে ওই দিন দুপুর ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে স্থানীয় শহীদ স্মারক বা মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তির সামনে কোন স্লোগান না দিয়ে জাতীয় পতাকা, প্রজ্বলিত মোমবাতি, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড সহ নীরব প্রতিবাদ অবস্থান করা হবে।

একই দিনে সোশ্যাল মিডিয়াতে ’জওয়ানদের জন্য বলো’ শীর্ষক এক বিরাট অনলাইন ক্যাম্পেনে অংশগ্রহণ করে এ বিষয়ে লাইভ বা ভিডিও আপলোড করতে হবে। সোমবার ২৯শে জুন, ২০২০ সকাল ১০টা থেকে ১২টা দু ঘন্টা পেট্রোল ও ডিজেলের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই রাজ্যে কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির পতাকা সহ যৌথ নেতৃত্বে জেলা শাসকের দফতরের সামনে অবস্থান করা হবে। ব্যানার, প্লাকার্ডের মাধ্যমে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও মাস্ক পরে তারা পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি করবেন। অবস্থানের শেষে ডিএম-এর মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি জেলার বাম-কংগ্রেস নেতৃত্ব একসাথে জেলা শাসকের কাছে জমা দিতে হবে।

একই দিনে সোশ্যাল মিডিয়াতে ’পেট্রোলিয়ামের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বলো’ শীর্ষক এক বিরাট অনলাইন প্রচারে অংশগ্রহণ করে নেতাগণ, পদাধিকারী ও কর্মীরা ট্রাক, ট্যাক্সির, উবের/ওলা-র চালকদের ও সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরে লাইভ ভিডিও পোস্ট করবেন। সমস্ত কর্মসূচী চলাকালীন স্থানীয় কতৃপক্ষের আদেশানুযায়ী সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।পরবর্তী কর্মসূচি মহকুমা থেকে ব্লক স্তরে ৩০শে জুন থেকে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে ধর্ণা আয়োজন করতে হবে।

করোনার প্রকোপ অব্যাহত! জম্মু-কাশ্মীরে মৃত্যু বেড়ে ৯০

শ্রীনগর, ২৫ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের মৃত্যু। বুধবার রাতে জম্মু-র গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে পুঞ্চের বাসিন্দা বছর ৫৭-এর একজন ব্যক্তির। করোনা-আক্রান্ত ওই ব্যক্তি বিগত পাঁচ দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, বুধবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছেপ্রাণ হারিয়েছেন তিনি। জম্মু-র গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দারা সিং জানিয়েছেন, সাম্বা থেকে জম্মু-র গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ওই ব্যক্তিকে। তিনি ডায়াবেটিসের রোগী। বুধবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এছাড়াও তিন-দিন আগেই শ্রীনগরের বাসিন্দা একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল, রিপোর্ট আসার জানা গিয়েছে তিনিও করোনা-আক্রান্ত ছিলেন। ৭৫ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধ শ্রীনগরের মেহজুর নগরের বাসিন্দা। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও কোভিড-১৯ ভাইরাসে ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীনগরে ২২ জন, বারামুল্লার ১৩ জন, কুলগামে ১১ জন, শোপিয়ানে ১০ জন, জম্মুতে ৭ জন, বদগাম অনন্তনাগে ৬ জন করে প্রাণ হারিয়েছেন, কুপওয়ারায় ৫ জন, পুলওয়ামায় ৪ জন এবং পুঞ্চ, বান্দীপোরা, ডোডা, উধমপুর ও রাজৌরিতে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে লাইনচ্যুত মালগাড়ির তিনটি বগি, রেল পরিষেবা বিঘ্ন

অমরাবতী, ২৫ জুন (হি.স.): ফের লাইনচ্যুত হল ভারতীয় রেল। বুধবার গভীর রাতে অন্ধ্রপ্রদেশে সুরারেড্ডিপালেম এবং টাঙ্গুটুরের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে যায় মালগাড়ির তিনটি বগি, এরপরই বেলাইন হয়ে যাওয়া বগিগুলিতে আগুন ধরে যায়। লাইনচ্যুত বগিগুলিতে তেলের ট্যাঙ্কার ছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, রেল পরিষেবা সাময়িকের জন্য বিঘ্নিত হয়েছে। ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে চারটি ট্রেন।

রেল সূত্রের খবর, বুধবার গভীর রাতে সুরারেড্ডিপালেম এবং টাঙ্গুটুরের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে যায় মালগাড়ির তিনটি বগি, বেলাইন হয়ে যাওয়া বগিগুলিতে তৎক্ষণাৎ আগুন ধরে যায়। লাইনচ্যুত বগিগুলিতে তেলের ট্যাঙ্কার ছিল। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিভিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, রেল পরিষেবা সাময়িকের জন্য বিঘ্নিত হয়েছে। ওই শাখার চারটি ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এসইউসিআই আগরতলায় গণ অবস্থান পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

ক্ষতিপূরণের দাবীতে বাস্তুহারাদের অবস্থান বিক্ষোভ বড়জোড়ার কলিয়ারীতে

বাঁকুড়া, ২৫ জুন (হি. স.) : উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবীতে ফের আন্দোলনে বড়জোড়ার বড়জোড়া ট্রান্স দামোদর চুনপোড়া গ্রামের বাস্তুহারা পরিবার গুলি।খোলামুখ খনির ৭৬ জন শ্রমিকের ৬২ মাসের বেতন সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার জট খোলার প্রক্রিয়া শুরু হতেই স্থানীয় চুনপোড়া গ্রামের বাস্তুহারা পরিবারগুলি আজ সকাল থেকে শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসলেন। কোনো রাজনীতির ছত্রছায়ায় না গিয়ে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ভাবে টানা ৬ মাস অবস্থান-বিক্ষোভ করেছিলেন। কোলিয়ারির কাজ শুরুর আগেই উপযুক্ত জায়গায় পুনর্বাসন, বাস্তুহারা পরিবার প্রতি অন্তত ১ জনের স্থায়ী চাকরি, বাস্তু জমি ও বাড়ির উপযুক্ত মূল্য এবং যেসব জমি অধিগ্রহণ হয়নি অথচ সেই জমির উপর মাটি ফেলে এবং জল জমা করে অকৃষিতে পরিণত করা হয়েছে সেই জমির উপযুক্ত মূল্য দিয়ে অধিগ্রহণ করার দাবী জানিয়েছে তারা।

বিক্ষোভকারী বাপ্পা ভূঁই বলেন , আমরা যে দাবি নিয়ে টানা অবস্থান করছিলাম সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন সহানুভূতি দেখিয়ে বাস্তু বাড়ি মাপজোক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।। কিন্তু বাস্তু বাড়ি এবং বাস্তু জমির কি কি প্যাকেজ রয়েছে তা জানানো হয়নি বলে মাপ করতে দেওয়া হয়নি। তারপর থেকে সব চুপচাপ হয়ে গেছে। অথচ ডিপিএল কর্তৃপক্ষ কয়লা উত্তোলনের প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছে। শ্রমিকদের নিয়ে সমস্যা সমাধানের বুধবার জেলাশাসক ডিপিএল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। আগামী ৩০ জুন বড়জোড়া বিডিও অফিসে সেই সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবস্থানকারী নিঠুরাম কাঁড়ার,রাজেশ কাঁড়ার, পার্থ ভূঁই বলেন, ওই বৈঠকে আমাদের দাবিগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। তারা বলেন, আমাদের গ্রামে ৭০-৭৫ টি পরিবার বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন। অথচ এখনো পূনর্বাসনের ব্যবস্থা ব্যবস্থা হয়নি, ঘর বাড়ির দাম দেওয়া হয়নি, যে সকল দোফসলি জমি অকৃষিতে পরিণত হয়েছে সেগুলিও অধিগ্রহণ করা হয়নি। আমাদের দাবি গুলি পূরণ না হলে আমরা ফের লাগাতার অবস্থানে বসব। বাপ্পা ভূঁই বলেন, এখন আমরা কাজ বন্ধ করিনি। কিন্তু দাবি মানা না হলে কাউকে কোলিয়ারির ভেতরে ঢুকতে দেবো না। এ বিষয়ে বড়জোড়ার সিপিএম বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী বলেন, বুধবার জেলা শাসক যে বৈঠক ডেকেছিলেন আমি বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ডাকা হয়নি। অবস্থানকারীরা অরাজনৈতিকভাবে বিক্ষোভ করলেও ওদের ন্যায্য দাবির দাবির প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, তৃণমূলের নেতারা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করছে যাতে বাস্তুহারাদের ক্ষতিপূরণ দিতে দেরি করা হয়। কারণ যত দেরি হবে খনি কর্তৃপক্ষের তত লাভ। তৃণমূলের বড়জোড়া ব্লক সভাপতি অলোক মুখার্জী দাবি করেন, আমরা কোনো মানুষ যাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও ডিপিএল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি রেখেছি। এ বিষয়ে বিডিও ভাস্কর রায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি বলেন ডিপিএল কোলিয়ারির দায়িত্ব পেয়েছেন। ওদের সঙ্গে কথা বলুন। কিন্তু ডিপিএল কর্তৃপক্ষকে বারবার ফোন করেও কোন বক্তব্য মেলেনি।

করবেন প্রধানমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

প্রদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। রাজ্যের ৩১ টি জেলায় ২৫ হাজারের বেশি শ্রমিক ফিরে এসেছে।রাজ্যের মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য এবং স্থানীয় পণ্য তৈরি জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

অসম পুলিশ

পাচের পাতার পর

বুধবারই পূর্ণেন্দু ও নিন্দু খুনের মামলার চার্জশিট দাখিল করা সহ ওই খুনঘটিত মামলা চালানোর জন্য রাজ্য সরকার প্রসিকিউশন অনুমোদন দিয়েছে। এর পর আজ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হাফলং সিজেএম কোর্টে ওই খুনের মামলায় দেবোলাল গারলোসা সহ মোট ছয়জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপির দুই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে আমফানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে রণক্ষেত্র পাণ্ডুয়া

হুগলি , ২৫ জুন(হি.স.): আমফানের ক্ষতিপূরনে স্বজনপোষনের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো পান্ডুয়ার নেলুন-ধামাসীন পঞ্চায়েত এলাকা। এই পঞ্চায়েতের বেলুন পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়ার দুই পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির। অভিযোগ সেই দুই বিজেপি সদস্য আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা শুধু নিজেদের লোকদের পাইয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে গতকাল সেখানে পোষ্টার মারে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ যে সমস্ত তৃণমূল কর্মীরা পোষ্টার মেরেছিলো এদিন রাতেই সেইসমস্ত তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা করে বিজেপির কর্মীরা। খবর পেয়ে এদিন সেইসমস্ত কর্মীদের বাড়িতে যায় পান্ডুয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত চ্যাটার্জী। সেসময়ই স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীদের সাথে বচসা শুরু হয় অসিত চ্যাটার্জী সহ তাঁর দলবলের। কিছুক্ষনের মধ্যই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুপক্ষই বাঁশ-লাঠি হাতে মুখোমুখি সংঘর্ষে জরিয়ে পরে। পুলিশ এলেও পুলিশের সামনেই চলে ব্যাপক ইটবৃষ্টি। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনায় দুপক্ষেরই বেশকয়েকজন জখম হয়েছেন।

সুন্দরবনকে রক্ষা করতেই হবে, ফের আহ্বান পরিবেশবিদদের

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.): বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য নীতি আয়োগের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেছেন। ওদিন তিনি জানিয়েছিলেন, সুন্দরবনের উন্নয়নে নীতি আয়োগ যে রূপরেখা বা পরিকল্পনা তৈরি করে দেবে তা মেনেই কাজ করবে রাজ্য সরকার। প্রকৃতিকে সজীব রেখে কিভাবে উন্নয়ন সম্ভব সেই সম্পর্কে মুখ খুলেছেন পরিবেশবিদরা।বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জল ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তার ফলে বর্তমানে সুন্দরবনের একাধিক দ্বীপ জলমগ্ন হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যেই মানুষ জীবনধারণের উৎস খুঁজে পেত। কিন্তু এখন সুন্দরবনের সেই জঙ্গল ৫০ লাখ মানুষের অন্নসংস্থান করতে আর পারছে না। তাই সেখানে কর্মসংস্থান তৈরি করা দরকার।তৈরি করতে হবে বাঁধ।সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে হবে।সুন্দরবনে কিভাবে ধান চাষ হবে এবং শিল্পের প্রসার হবে সেটা নীতিনির্ধারকদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে।কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে সুন্দরবনের আরেক নাম অশ্রু দ্বীপ ও নীলকণ্ঠ।কারণ সুন্দরবন আছে বলেই কলকাতা প্রাকৃতিক ঝড় থেকে সুরক্ষিত। সুন্দরবন না থাকলে কলকাতা সুরক্ষিত থাকবে না। পরিবেশবিদ সুমিতা বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সুন্দরবনের মধ্যে পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য যে হোটেল এবং লজ বিপুল পরিমাণে তৈরি হয়েছে তাতে করে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সেখানে যদি শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয় তাহলে বাস্তুতন্ত্র কতটা রক্ষা পাবে বা জন্তু-জানোয়ার কিভাবে বাঁচবে তা নিয়ে না সন্দেহ রয়েছে। সুন্দরবনের স্পর্শকাতর "দ্বীপগুলিতে যেসকল জনবসতি আছে তা প্রকৃতির স্বার্থে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে।তা না হলে উন্নয়নের নামে প্রকৃতির ওপর শোষণ ও নিপীড়ন আরো বেড়ে যাবে। তা না হলে আখেরে ক্ষতি হবে সমগ্র মানবজাতির।তাই অনেক ভাবনা চিন্তা করেই সুন্দরবনকে নিয়ে এগোতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে আমফানের পরে সুন্দরবন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। উদ্ধার এবং ত্রাণকার্য এখনো চলছে। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলে সেখানকার মানুষ আর কদিন পর অনাহারে গিয়ে ঠেকবে।

দুষ্কৃতীরা যদি আপনাদের উপর আক্রমণ চালায়, আপনারাও পাল্টা আক্রমণ চালান": অগ্নিমিত্রা পাল

হাওড়া,২৫ জুন (হি স) :মেয়ের শ্লীলতাহানি রুখতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু এবার এমনটাই অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে বাগনানের গোপালপুর। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার এলাকায় যান বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।"দুষ্কৃতীরা যদি আপনাদের উপর আক্রমণ চালায়, আপনারাও পাল্টা আক্রমণ চালান" এলাকা থেকে হুংকার চড়ান অগ্নিমিত্রা পাল।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন , "মহিলারা নিজেদের আত্মরক্ষার্থে এবার থেকে হাতে বটি, কাটারি এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থাকুন। দুষ্কৃতীরা যদি আপনাদের উপর আক্রমণ চালায়, আপনারাও পাল্টা আক্রমণ চালান"। এরপরেই বাগনান থানায় গিয়ে বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী বলেন, "আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আর কী বলার আছে।২০২১-এ সরকারে আসছি। হাতে আর মাত্র ৯ মাস। তারপর আপনাদেরও উচিত শিক্ষা দেব আমরা। তখন কে বাঁচায় দেখব"। প্রসঙ্গত,অভিযোগ উঠেছে মঙ্গলবার রাতে বাড়ির ছাদে একাই গেম খেলছিলেন তরুণী। সেই সময় গাছ বেয়ে ছাদে আসে এলাকার দুই যুবক । তাঁরা তরুণীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। মেয়ের চিৎকারে ছাদে ছুটে আসেন মা। তরুনীর মাস্টি সিঁড়ি থেকে মাকে ফেলে দেন অভিযুক্তরা এমনটাই অভিযোগ। তারপর ওই মহিলাকে দ্রুত হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার বাগনানের গোপালপুরের বাড়িতে ওই মহিলার দেহ নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে বাগনানের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কুশ বেরা ও সঙ্গী শোভন মণ্ডলকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৪৪৮ (মারপিট), ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৫১১ (ধর্ষণের চেষ্টা), ৩০২ (খুন) এবং ৩৪ (সংঘটিত অপরাধ) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত কুশ বেরা।

কলকাতায় বেড়েই চলছে সংক্রমণ

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স): ক্রমেই কলকাতায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।একদিনে ফের রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হলেন করোনায়। গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় ১৬৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। যা এই পর্যন্ত সর্বাধিক। গতকাল এই সংখ্যা ছিল ১৫৫। যা গতকাল পর্যন্ত ছিল সর্বাধিক। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হন ৪৭৫জন। গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ১৫জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪৮৮ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮৫২। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৬৪৮জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ১০,১৯০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬০৬জনের। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬৫.১২ শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ১৬৩টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১৩৩। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৯৬জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ২৯২৮জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৬জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৩৫১জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৮৫৪জন। বাকি মৃতদের মধ্যে দুজন দার্জিলিং, এখন উত্তর দিনাজপুর, একজন পশ্চিম মেদিনীপুর, একজন হাওড়া, দুজন উত্তর ২৪ পরগনা ও দুজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯হাজার ৪৯২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪ লাখ ৩৯হাজার ২৫৮টি। এখন রাজ্যে ৪৯টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৭হাজার ৮৬৫জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৯৩হাজার ১৮০জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ৯৮হাজার ৭৫১জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ২লাখ ৩হাজার ৯৩৭জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ৪হাজার ৯৩৭টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টিন বানানো হয়েছে।

এবার মেট্রো ও লোকাল ট্রেন চালুর দাবি ব্যাঙ্ক অফিসার্স সংগঠনের একাংশের

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : আনলক ওয়নে যাত্রীদের সুবিধার্থে পথে নেমেছে সরকারি-বেসরকারি বাস, অটো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চালু হয়নি লোকাল ট্রেন ও মেট্রো। আর এবার ট্রেন চালুর দাবি তুলে সরব অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কিং অফিসার্স কনফেডারেশন। ব্যাঙ্ক অফিসার্স সংগঠনের দাবি, প্রত্যেক কর্মীর পক্ষে ব্যক্তিগত গাড়িতে আসা যাওয়া করা সম্ভব নয়।বিশেষ করে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বাস পরিষেবা চালু করা হলেও সকলে সেই পরিষেবার আওতায় পরছেন না। এই অবস্থায় অফিসার সংগঠন চাইছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেল পরিষেবা চালু করা হোক।যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণ না হলে পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটবে। ইতিমধ্যেই তাদের বিভিন্ন শাখায় ব্যাঙ্ক কর্মীরা যথাযথ সময়ে পৌঁছতে পারছেন না।

বাগনানের শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত কর্মীকে বহিষ্কার তৃণমূলের

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : বাগনানে মেয়ের সম্মান রক্ষার্থে মায়ের মৃত্যুর যে ঘটনা ঘটেছে বুধবার, তাতে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূলের কুশ বেরাকে বহিষ্কার করার কথা ঘোষণা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট জেলার পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম একথা জানান। উল্লেখ্য, গতকালই এই ঘটনা ঘটার পরেই তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সকলের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই মতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবার সকালে স্থানীয় এক বাড়ির ছাদে উঠে এক তরুণীকে ধর্ষণ করার পরিকল্পনা করে কুশ ও আরও একজন।

কিন্তু তা দেখে ফেলায় তরুণী চিৎকার করতে থাকে। সেই চিৎকার শুনে তাঁর মা সেখানে গেলে, তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। আর তাতেই উপর থেকে পরে গিয়ে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। এরপর দুই অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু গতকাল দুপুরেই কুশকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে তাঁর অপর সঙ্গীর খোঁজ চলছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তৃণমূল-বিজেপি রাজনীতির রঙ লেগেছে। কাল বিজেপি-র দুই সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র খান স্থানীয় থানায় স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি বিক্ষোভও দেখান। এদিন বাগনানে অকুস্থলে যান বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কিন্তু শাসক দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ঘটনা দল কখনই সমর্থন করে না।

চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে তৃণমূল, তোপ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ২৫ জুন (হি. স.) : "মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে আলোচনা করছেন। এই বৈঠকের নাটক করে লাভটা কী?" এই প্রশ্ন করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

রাহুলবাবু বলেন, "করোনার ত্রাণ বিতরণে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে চাল চুরি করেছে, আমফানেও ঠিক সেভাবে ত্রাণ চুরি করেছে। তৃণমূল করলে দোতলা বাড়ি করেও ত্রাণ পাবে। আর তৃণমূল না করলে তার ছাদ উড়ে গেলেও সে খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াবে। কিচ্ছু পাবে না। এই তো অবস্থা চলছে। আর মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে আলোচনা করছেন। এই বৈঠকের নাটক করে লাভটা কী? তার চেয়ে সর্বদলীয় ত্রাণ কমিটি তৈরি করুক! ত্রাণ পর্যবেক্ষণ কমিটি তৈরি করুক! তবে তো বোঝা যাবে! এই সর্বদলীয় কমিটি করে নাটক করার কোনও যুক্তি নেই।" রাহুলবাবু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস যে চোর, তা তো মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন। তৃণমূল কংগ্রেস চোরদের স্মরণ করে তিনি বলেছেন, পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে কোনওভাবে ত্রাণের টাকা পাঠানো যাবে না। যে জায়গাগুলোয় আমফান হয়েছে, সেই সব জায়গায় বোর্ড ৯০ শতাংশ তৃণমূল কংগ্রেসের। রাহুল সিনহা বলেন, ক'দিন আগে উনি বলেছেন, ত্রাণ না পেলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করুন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ যদি ধরপাকর শুরু করে তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের চোরগুলি ধরা পড়বে। সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করা যাবে না। একটা চোরের দল, যারা করোনায় পাঠানো মোদীজীর চাল-গম খেয়েছে, আমফানে মোদীজীর পাঠানো হাজার কোটি টাকা থেকে চুরি করছে, ত্রাণ চুরি করছে। অতএব এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

তরুণীর

● প্রথম পাতার পর

তিনি। তাঁর সাফ কথা, অধিকার আদায় না করে ধরনা থেকে উঠব না।

এদিকে, স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে তরুণীর ধরনাকে ঘিরে ধর্মনগর মহকুমা জুড়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। প্রচুর মানুষ স্বপ্নার কাণ্ড দেখার জন্য ভিড় করতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ ছুটে যায়। অনেক বোঝানোর পর স্বপ্নাকে পুলিশ ধরনাস্থল থেকে তুলে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাথে পুলিশ কল্পজ্যোতি নাথ ও তার মাকেও থানায় নিয়ে যায়।

এ-বিষয়ে অভিযুক্ত স্বামী কল্পজ্যোতি নাথ বলেন, তাঁকে মিথ্যা সম্পর্কের নামে জড়ানো হচ্ছে। স্বপ্নার সাথে বেঙ্গালুরুতে একসাথে ছিলেন তিনি, কিন্তু বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন কল্পজ্যোতি। পুলিশ এই ঘটনায় মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে। আগামীকাল আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। তাতে সম্মত হওয়ায় পুলিশ তিনজনকেই ছেড়ে দিয়েছে।

অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

ডিগ্রি কোর্সের জন্য ন্যাশনাল বোর্ড অব অ্যাক্রিডিটেশনের (এন বি এ) স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তিনি জানান, টি আই টি-তে বর্তমানে কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই পাঁচটি ডিগ্রি কোর্স রয়েছে। এরমধ্যে গত ২০১৯ সালে কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স এণ্ড কমিউনিশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সের এন বি এ-র স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছিলো। চলতি বছরের মে মাসে আরও একটি ডিগ্রি কোর্স ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এন বি এ-র স্বীকৃতি পাওয়া গেছে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সের জন্য আগামী কিছুদিনের মধ্যে এন বি এ-র স্বীকৃতি পাওয়া যাবে বলে শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলো। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আজ এই বিষয়ে সাফল্য পাওয়া গেছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

কাছাড় প্রশাসনের

তিনের পাতার পর

চালিয়ে প্রশাসন ২ লক্ষাধিক টাকা জরিমানা সংগ্রহ করেছে। বাইকে একজন ব্যক্তি মুখে ঘাম থাকার কারণে মাস্ক পড়েননি বলে অজুহাত দেখিয়েছেন। স্কুটিতে এক মহিলা নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে পুলিশের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন। কোনও কাজ হয়নি। নিয়ম মেনে না চলায় পুলিশ তাদের কাছ থেকেও জরিমানা আদায় করে রেহাই দিয়েছে।

অমরপুরে গৃহবধূ আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জুন।। ফাসিতে আত্মহত্যা করলো বয়স ২৬ এর এক গৃহবধু ঘটনা অমরপুর রাংকাং এলাকায়। মৃত গৃহবধুর নাম সঞ্জু দাস। পারিবারিক কলহের কারনেই এই আত্মহত্যা বলে অভিযোগ করেন মৃতার ভাই।

জওয়ানদের শ্রদ্ধা

আটের পাতার পর

ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা, পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, শ্রমিক নেতৃত্ব সুশান্ত হাজারি, যুব সংগঠনের নেতৃত্ব বিশ্বজিত সরকার প্রমুখ।

সামগ্রী বিতরণ

আটের পাতার পর

আলো ভালো ভাবে দেখতে পায় না তারা অন্যদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই ধরনের উদ্যোগে ভূয়শী প্রশংসা করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, তারা যে নজির স্থাপন করলেন তা থেকে সমাজের সকলকেই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

সচেতনতা শিবির

আটের পাতার পর

সময় আগে প্রচুর পরিমাণে যুবকরা নেশার সাথে জড়িত ছিল। তাই এখন ভাল করার জন্য সচেতনতার মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন হতে চলছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর থানার এসআই নরপৈতা হালাম, সমাজ সেবক শৈলেন্দ্র নাথ ও অরুণ নাথ। কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

সুযোগ তৈরি করতে চায়। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এ ধরনের কোন চিন্তাধারা ছিল না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানমুখী করে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মানুষ বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেননি বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মডেল রাজ্য নিয়ে তেমন কোন কাজকর্ম করা যায়নি।

তিন বছরের মধ্যে রাজ্যকে মডেল রাজ্যে উন্নীত করা এবং ভীষণ ডকুমেন্টে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুনরায় উল্লেখ করে তিনি । করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও রাজ্য সরকার উন্নয়ন কাজকর্মে থেমে নেই বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সোনামোড়া দিয়ে জাহাজ চলাচল করবে বলেও পুনরায় উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সর্বোপরি জম্পুইজলায় গড়ে ওঠা এসডিএম অফিসের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা জনগণকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। মানুষ যাতে হাতের কাছে যাবতীয় প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন সেজন্যই জম্পুই জেলায় এসডি এম অফিসের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বামুটিয়ায়

● প্রথম পাতার পর

গুলোতে ঘনঘন চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে ওই সব এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জীবন সম্পত্তি রক্ষা রীতিমতো প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। ওইসব এলাকার রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকার জনগণ প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

সেন্টার থেকে ২ জন-কে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১২৯৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৯ জন।

কদমতলায়

● প্রথম পাতার পর

ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজারমূল্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা। সাথে আটক করা হয় বাড়ির মালিক আকব্দস আলী (৫৫) ও অমিত দাস ওরফে সাগর (২৯) নামের এক যুবককে। জানা গেছে সাগরের বাবার নাম অমর দাস। বাড়ি খোয়াইয়ের দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডে। সাথে আটক করা হয় হিরো কোম্পানির এক্সট্রিম ২২০ সিসির নম্বরবিহীন একটি বাইক। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট ,বাইক ও আটক দুই ব্যক্তিকে বর্তমানে কদমতলা থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে।আগামীকাল তাদের ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করবে কদমতলা থানার পুলিশ।

এদিকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধর জানান,জেলা পুলিশ সুপারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই নেশা কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এই নেশা পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত সাদ্দাম হোসেন অর্থাৎ ধৃত আকব্দস আলির ছেলেকে পুলিশ খুঁজে পায়নি। খুব শীঘ্রই এই নেশা কারবারের সাথে জড়িত সাদ্দাম হোসেনকে জালে তুলতে সক্ষম হবে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আরো জানান, উদ্ধারকৃত ৯ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা।পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ এনডিপিস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে শুরু করে দিয়েছে।

অপরদিকে জেলা পুলিশ সুপার ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের উদ্যোগে কদমতলা থানা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান করে বিশাল সাফল্য পেলেও স্থানীয় থানার ওসি মহোদয় ভাত ঘুমে। মুখে বড় বড় বুলি উড়ালেও কাজের বেলায় যে অশ্ব ডিম্ব প্রসব করেন ওসি বাবু তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিন থেকে কদমতলা থানা এলাকায় নেশা কারবারীদের বাড়বাড়ন্ত বৃদ্ধি হলেও এসবে নাক না গলিয়ে মর্জিমাফিক থানা পরিচালনা করছেন ওসি মহোদয়।বিশেষ সূত্রে জানা যায় গোয়েন্দা পুলিশ বারবার কদমতলা থানার ওসি বাবুকে নেশা কারবারিদের ব্যাপারে অবগত করলেও গোয়েন্দা পুলিশের কোন কথা কর্ণপাত করেননি। অবশেষে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য কুড়াতে সক্ষম হন। সুতরাং স্থানীয় এলাকায় ওসি বাবুর ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এখন দেখার বিষয় উত্তর জেলার পুলিশ আধিকারিকগন কদমতলা থানার দিকে কতটুকু দৃষ্টিপাত করেন।

সন্ধ্যান চাই

Ref. NCC PS GDE No. 20 Dated 16/06/2020

পাশের ছবিটি শ্রী শক্তি চৌহান পিতা ঃ মৃত সাধন চৌহান সাং - খেজুর বাগান গৌয়ালা বস্তী থানা এনসিসি পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স ২৯ বছর উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি গায়ের রং ফর্সা দেহের চিহ্নিত দাগ - ডান হাতে পিঙ্কি লেখা (ট্যুটু) গত ২০১৯ইং নভেম্বর মাসে নিজ বাড়ি হইতে কাউকে না বলে চলে যায়। অনেক খোঁজা খোঁজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) এনসিসি থানা - ০৩৮১ ২৩৫ ০০৪৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-219/2019-20

ক্রীড়াঙ্গন

বউকে কখনো 'না' বলবে না, সাকিবকে শাহরুখ

করোনাভাইরাস সাকিব আল হাসানকে কিছুটা হলেও পাল্টে দিয়েছে। মুখে দাড়ি, মাথায় ক্যাপ, অবশ্যই খেলার নয়। ক্রিকবাজে হার্শা ভোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এভাবেই দেখা গেল বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটারকে। খোলামনের এই ভিডিও আড্ডায় মজার মজার সব কথা বলেছেন সাকিব। আইপিএল নিয়ে কথা প্রসঙ্গে শাহরুখ খানের একটি পরামর্শের কথা জানিয়েছেন সাকিব। নাহ, বলিউডের 'কিং খান' সাকিবকে ক্রিকেট নিয়ে কোনো পরামর্শ দেননি। ঘরের মামলা সামলানোর টোটকা দিয়েছিলেন শাহরুখ। স্ত্রীকে খুশি রাখার পথ দেখিয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স মালিক। আইপিএলে কলকাতার শিরোপা জয়েও ভালো ভূমিকা ছিল সাকিবের।

হার্শা শাহরুখের পরামর্শের প্রসঙ্গ তুলতেই হেসে ফেলেন সাকিব। ভারতের খ্যাতিমান এ ধারাভাষ্যকারই বলেন, 'স্ত্রীকে খুশি রাখা নিয়ে শাহরুখ তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, এটা তোমার কাছেই শুনেছি।' সাকিবের জবাব, 'একবার সে সরাসরি বলেছিল, স্ত্রী কিছু বললে কখনো ক্লান্তির অজুহাত দেখাবে না। সে যদি কেনাকাটা, ঘোরাঘুরি কিংবা সিনেমা দেখতে চায়, কখনো না বলবে না। ক্লান্তির কথা বলবে না। ব্যস্ততা কিংবা বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলবে না। পরিবারকে সুখী রাখার এটাই একমাত্র পথ।'সাকিব এখন পরিবার নিয়ে যুক্তরাস্ট্রে। দুই মেয়ে এবং স্ত্রী শিশিরের সঙ্গে ভালোই সময় কাটছে তাঁর। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে হর্শার সঙ্গে ভিডিও আড্ডায় ভক্তদের বেশ ভালো বিনোদন দিয়েছেন সাকিব।

লুইজের সঙ্গে নতুন চুক্তি খেপেছেন আর্সেনাল ভক্তরা

লুইজসহ চার খেলোয়াড়ের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছে আর্সেনাল। যা দেখে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন দলটির সমর্থকেরাখেপে গেছেন আর্সেনাল সমর্থকেরা। নিজেদের দলের ওপরই খেপেছেন তাঁরা। এমনিতেই প্রিমিয়ার লিগে ভালো অবস্থানে নেই গানাররা। অনাকাঙ্ক্ষিত করোনাবিরতি শেষে মাঠে ফিরে টানা দুই ম্যাচ হেরেছে দলটি। তারওপর কাল আবার ডেভিড লুইজসহ বর্তমান দলের চারজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছে আর্সেনাল। গানার সমর্থকেরা খেপেছেন মূলত "ব্যর্থ" খেলোয়াড়দের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করাতেই।

লুজের চুক্তির মেয়াদ এক বছর করে বাড়ানো হয়েছে। ধারে আনা পাবলো মারি ও সেদ্রিস সোরেসকে পাকাপাকিভাবেই দলে নিয়েছে আর্সেনাল। ধারে আনা দানি কাবায়োসকেও আরও কিছুদিন রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংলিশ ফুটবলের অন্যতম সফল দলটি।আর্সেনাল—ভক্তদের বেশি রাগ ডেভিড লুইজের ওপর। এমনিতে মৌসুমটা ভালো যায়নি ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের। বিরতি শেষে মাঠে ফিরে প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষকে শুধু পেনাল্টিই উপহার দেননি, দেখেছেন লাল কার্ড। অন্যদিকে মারি নভেম্বর থেকেই চোটে ভুগছেন, সোরেসেও বসে আছেন মাঠের বাইরে।নতুন চুক্তির এই খবর শোনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তুলেছেন গানার সমর্থকেরা। এক সমর্থক তো টুইটারে লিখেছেন, "চ্যাম্পিয়নশিপ আমরা আসছি।" লুইজদের নিয়ে খেললে আর্সেনালের অবনমন হয়ে যাবে এমনটাই ভাবছেন ওই সমর্থক। এর উত্তরে আরেক সমর্থক মজা করে লিখেছেন, "আমরা সেখানে অন্তত লিগ জিতব।"

আরেকজন ভক্ত টুইট করে প্রশ্ন তুলেছেন আর্সেনাল কর্তৃপক্ষের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে, "আর্সেনালের সবকিছুই এখন বাজে যাচ্ছে। আপনি কীভাবে সাউদাম্পটনের ২৯ বছর বয়সী এক খেলোয়াড়ের (সোরেস) সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেন। আবার কীভাবে দাবি করেন দল পুনর্গঠনের কাজ চলছে? ডেভিড লুইজের যে পারফরম্যান্স তাতে সে ১০ পাবে ০, কিন্তু সেই খেলোয়াড়ের চুক্তি বাড়িয়ে পুরস্কৃত করা হলো।"

'কপিলই ভারতের সেরা ম্যাচ উইনার'

১৯৮৩ বিশ্বকাপ। লর্ডসের বারান্দায় বিশ্বকাপ হাতে ভারতের অধিনায়ক কপিল দেব। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের চিরস্মরণীয় এ মুহূর্তের ৩৭ বছর পূর্তি আজ। খুব স্বাভাবিকভাবেই আজ সেই দলের খেলোয়াড়দের স্মৃতিচারণের দিন। সুনীল গাভাস্কার সে পথে হেঁটেই কপিলকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিলেন।ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে ব্যাটে-বলে দারুণ অবদান ছিল কপিলের। আশির দশকে বিশ্বের সেরা চার অলরাউন্ডারদের একজন ছিলেন সাবেক পেসার। স্যার রিচার্ড হ্যাডলি, ইয়ান বোথাম, ইমরান খান ও কপিল দেব। সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারদের কাতারে এখনো সহজেই উঠে আসে তাঁর নাম। কিন্তু কপিল কি ভারতের ইতিহাসে সেরা ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড়?দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে সেরা "ম্যাচ উইনার" হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনির নাম বেশি উচ্চারিত হয় ভারতীয়দের মুখে।

বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এ অধিনায়ক চাপ সামলে প্রচুর ম্যাচ জিতিয়েছেন ভারতকে। কিন্তু গাভাস্কারের কাছে ভারতের সর্বকালের সেরা ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড় কপিল, "৮৩ বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়ক।ভারতীয় সংবাদমাধ্যম "জাগরণ" এ নিয়ে গাভাস্কারের কথা প্রকাশ করেছে। তাঁর ভাষায়, "ভারতের ইতিহাসে কপিল দেবই সেরা ম্যাচ উইনার। কারণ সে ব্যাটিংয়ে ও বোলিংয়ে ম্যাচ জেতানোর সামর্থ্য রাখত।" ১৩১ টেস্টে ৪৩৪ উইকেট নিয়েছেন কপিল। ৮ সেঞ্চুরিসহ ৩১.০৫ গড়ে রান করেছেন ৫ হাজার ২৪৮। ওয়ানডেতে ২২৫ ম্যাচে ২৫৩ উইকেট নেওয়া কপিল ৯৫ স্ট্রাইকরেটে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি রান করেছেন। সেঞ্চুরি একটাই, সেই ১৯৮৩ বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৭৫ রানের অপরাজিত সেই অবিস্মরণী ইনিংসটি।গাভাস্কার নিজেও ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান। টেস্টে এক সময় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড তাঁর দখলে ছিল। আশির দশকের সে সময় গাভাস্কার ও কপিলের মধ্যে বৈরি সম্পর্ক সৃষ্টিতে করতে অনেকেরই লক্ষ্য ছিল। গাভাস্কার নিজেই বলেছেন, "কিছু বোর্ড সদস্য এবং অবসর নেওয়া কিছু খেলোয়াড় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা সব সময় দেশের খেলার উন্নতি নিয়ে ভেবেছি। তাই ওসব পাত্তা দেইনি।" বেলগ্রেডে এ মাসের শুরুতে জোকোভিচের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী বাস্কেটবল ম্যাচে হাত মেলাতে দেখা গেছে এনবিএ-র খেলোয়াড় নিকোলা জোকিচকে। ডেনভার নাগেটসের এ খেলোয়াড়ও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার জানা যায়, জোকোভিচ এবং তাঁর স্ত্রী কোভিড-১৯ পজিটিভ।

ধোনির জন্য গান বের করছেন ব্রাভো

চেন্নাই সুপার কিংস বলতেই ভেসে ওঠে মহেন্দ্র সিং ধোনির মুখ। ক্ষণিক পরই সেখানে যুক্ত হয় আরেকটি মুখ, সেটি ডোয়াইন ব্রাভোর। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে দুজনের জুটিটা বহুদিনের। সে কারণেই হয়তো এতটা আবেগ ভর করছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডারের মনে। ধোনির জন্য গান বের করছেন "ডিজে" ব্রাভো।আগামী ৭ জুলাই ৩৯তম জন্মদিন এম এস ধোনির। জন্মদিন উপলক্ষ্যেই গান বের করছেন ব্রাভো। সে গান নিয়ে সবার আগ্রহ বাড়াতে নিজের ইনস্টাগ্রামে একটা টিজারও ছেড়েছেন উইন্ডিজ অলরাউন্ডার। ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, "ধোনির গান নিয়ে ভক্তদের নিয়মিত আপডেট দেব বলেই দেওয়া। আপনাদের অনুরোধে তাঁর জন্মদিনেই এই গান ছাড়ব ভাবছি।"শুধু গান গেয়েই কাজ সারছেন না, ধোনির জন্য নতুন এক নাচও বের করেছেন। "হেলিকপ্টার" নামের গানের জন্য নাকি নতুন এক নাচের মুদ্রার জন্ম দেওয়া জরুরি ছিল। "আমরা নতুন একটা নাচও পাচ্ছি। এটাকে হেলিকপ্টার বলে ডাকব। আপনারা এ নাচটা নেচে দেখান আর সে ভিডিওতে আমাকে ট্যাগ করুন। সেরাটা বেছে নেব আমি। আর সেটা জায়গা পাবে ধোনির গানের মিউজিক ভিডিওতে" - লিখেছেন ব্রাভো।কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে ব্রাভো বলেছিলেন, ধোনির প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা সেটা প্রকাশ করতে চান, "আমি তাঁর জন্য কিছু করতে চাই। ক্যারিয়ারের শেষ দিকে চলে এসেছেন তিনি। অসাধারণ এক ক্যারিয়ার কাটিয়েছেন। আমার ক্যারিয়ারেও অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন। আরও অনেকের ক্যারিয়ারেই ফেলেছেন।"এর আগেও বেশ কিছু গান বের করেছেন ব্রাভো। এর মধ্যে ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বের করা "চ্যাম্পিয়ন" গানটায় নেচে নেচে তো বিশ্বকাপই জিতে ফেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

করোনা ছড়ানো নিয়ে চলছে দোষারোপের খেলা

আদ্রিয়া ট্যুর আয়োজন করে নোভাক জোকোভিচ কী ফাঁসাটাই না ফাঁসলেন! তাঁর তরফ থেকে আয়োজিত এই প্রদর্শনী টুর্নামেন্ট খেলে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন গ্রিগর দিমিত্রভ, বোরনা কোরিচ ও ভিক্টর ত্রয়চেকি।পরে আক্রান্ত হন জোকোভিচও। এরপর জোকোভিচের কী সমালোচনা! কিন্তু তাঁর বাবার কথা শুনলে মনে হবে, সার্বিয়ান টেনিস তারকার কোনো দোষ-ই নেই।জোকোভিচসহ বিশ্বের শীর্ষ ২০ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন এ টুর্নামেন্টে। করোনা মহামারি ঠেকানোর বিধি নিষেধ না মেনেই তা দেখেছেন দর্শকেরা। ছিল না কোনোরকম সামাজিক দূরত্বের বালাই। এতে করোনা ছড়িয়ে পড়ার পর ১৭ গ্র্যান্ডস্লামজয়ী টেনিস তারকার সমালোচনা হওয়াই স্বাভাবিক।জোকোভিচ এ জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাবা সারজান জোকোভিচ করোনা ছড়ানোয় ছেলের কোনো দোষ-ই দেখছেন না। তাঁর মতে, দোষটা বুলগেরিয়ান তারকা গ্রিগর দিমিত্রভের। এ টুর্নামেন্ট বাতিল হওয়ার পেছনে দিমিত্রভকেই দুষছেন জোকোভিচের বাবা, "এটা ঘটল কেন? কারণ ওই লোকটা (দিমিত্রভ) অসুস্থতা নিয়েই এসেছে। কে জানে কোত্থেকে! সে এখানে (সার্বিয়া) পরীক্ষা (করোনা) করায়নি। অন্য কোথাও করিয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। সে ক্রোয়েশিয়া এবং আমাদের এখানে যারা পরিবারের মতো আছি তাদের ক্ষতি করেছে। এ ঘটনার পর সবাই খুব অসস্তিতে আছে।"

জোকোভিচের বাবা এমন কথা বলার পর তাঁকে ধুয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান টেনিস তারকা নিক কিরিয়স। কোর্টে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে কিরিয়স নিজেও হরহামেশা সমালোচনা কুড়িয়ে থাকেন। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে কিরগিওস লেখেন, "নাহ, দোষটা অন্যের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করো না।"দিমিত্রভের এজেন্ট গিওর্গি স্টয়মনোভ অবশ্য দোষটা জোকোভিচদেরই ওপরই দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, "দিমিত্রভ তিন মাস পুরোপুরি একা থাকার পর বেলগ্রেডে পা রেখেছে। এ কারণে বেলগ্রেড কিংবা জাদেরে তার পরীক্ষার দরকার পড়েনি।"

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bona fide Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs1MSS Ltd.) of Chandipur Block under KAILASHAHAR Subdivision producing available quantity fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Major Carp Fingerlings for implementation of various fisheries developmental schemes under "Action Plan- in different GP/VC of Chandipur Block areas under Kailashahar Sub-Division during the year 2019-20. The last date of receipt of the tender is 03/07/2020 up to 4.00 PM. The dropping of tender will be eligible for only within Chandipur Block area under Kailashahar Subdivision. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 02/07/2020, on any working days for collection of tender form and detail terms and condition.

ICA/C-775/2020-21 (P.K.Nath) Supdt. of Fisheries Kailashahar, Unakoti Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: 08/EE/WRD-I/2020-21 Dated,23/06/2020.

SI. No	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DN IT No. 22/EE/ WRD-1/DNIT/2020-21	Rs.6,51,341.00	Rs.6,513.00	15(Fifteen)days.
2	DNIT No. 23/EE/ WRD- I /DNIT/2020-2	Rs.3,93,270.00	Rs.3,933.00	10(Ten)days.

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on 29/0612020 upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form is on 01107/2020 upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on 02/07/2020 upto 3.00 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30 PM if possible.

For details please visit at Website: www.tenders.gov.in and

ICA/C-781/2020-21

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Pankaj Kumar Raha)
Executive Engineer W.R. Division No. I, Office
Phone No.038123502061

No.F.5 (I) BDO/DCM/MGNREGA/2020-21/525/34
Dated the 23'd June 2020.

NOTICE INVITING TENDER

The Block Development Officer, Durgachowmuhanl RD Block, Dhalai Tripura invites sealed rate quotation in plain Opt?' horn the interested, experienced and registered bidder/agencies/ individuals for supply of stationary iter-3 for Office uses 'Of Durgachowmuhani RD Block for one year i.e 3151 July 2021. The sealed Quotation should reach to the office of the undersigned by July 020_within jap_QEkt, The Items and desire specifications (where applicable) are annexed here with in ANNEXURE-1 that may also be obtained from the Office of the undersigned on any working days during the bidding period. The intending bidder shall quote rate as per the following format:-

SI. No	Name of Items	Brand Name	Specification	Unit Rate per Unit (in figure)	Rate per Unit (in words)

The intending bidders may drop their tenders in the drop box in the office of the undersigned from 25-06-2020 to 06-07-2020 from 10: am to 03:00 pm except Govt. holidays. The Box will be opened on the last day i.e 061h July 2020 at 04:00 pm (if possible in presence of the interested suppliers who have participated the quotation, if the opening or the tender box will not be possible due to any unforeseen reason, then the next date will be informed by the undersigned.

Security Deposit in the shape of earnest Money of Rs.10000/- (Ten thousand) only in the form of Cheque or Demand Draft only from any RBI recognize bank should be deposited in favour of Block Development Officer, Durgachowmuhani RD Block. The submitted rate quotation without earnest mono be treated as rejected.

ICA/C-780/2020-21

(R. CHAKRABORTY, TCS, Gr-II) BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DURGACHWOMUHANI R.D BLOCK,
KAMALPUR, DHALAI TRIPURA.

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against press NIT NO: 09/EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2020-2021 Dated: 24-06-2020

For Construction of District Administrative Complex , Sepahijala District, Tripura /SR Providing, Installation and Commissioning of 2(Two) nos lift of 8(eight) passenger (544 kg) capacity passenger elevator up to 0+2 level at District Administration Complex, Sepahijala District, Tripura (2nd Call)..

With Estimated cost : 32, 80,000.00 Earnest Money: 32,800.00 Time of Completion :- 09(Nine) Months Last Date of bidding for bids : 15-07-2020 up to 15.00Hrs. Opening date of Bid :- 15-07-2020 at 16.00 Hrs For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-770/2020-21 Executive Engineer Mechanical Division Agartala, Tripura

বৃহস্পতিবার পুর সভার বাজেট অধিবেশনে মেয়র প্রফুল্ল জিৎ সিনহা। ছবি- নিজস্ব।

আন্দোলন উন্নয়নের সঠিক পথ হতে পারে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জুন।। বৃহস্পতিবার জম্পুইজলায় এসডিএম অফিসের নবনির্মিত গৃহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। জাম্পুইজলা এসডিএম অফিসের নবনির্মিত গৃহের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন একদিকে করোনার সঙ্গে লড়াই, অন্যদিকে উন্নয়নই হলো সরকারের লক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন উন্নয়নের মূল মন্ত্র হলো শান্তি। শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকলেই উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প গুলি সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিগত বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মের সমালোচনায় মুখরও হন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিগত ৪০ বছর ধরে শুধু আন্দোলনে নিমজ্জিত রাখা হয়েছে সাধারণ মানুষজনকে। আন্দোলন উন্নয়নের সঠিক পথ হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আন্দোলনে যদি উন্নয়ন হতো তাহলে এস ডি এম অফিস স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান সরকার প্রতিটি মানুষের হাতের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসডিএম অফিস সহ অন্যান্য অফিস স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে কোনো প্রকল্পের সুযোগ পেতে আন্দোলন করতে হয় না বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিনা সংগ্রামে ঋণ মঞ্জুর সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা হাতের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিগত ৪০ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দলীয় স্বার্থে রাজনীতির স্বার্থে খুন সন্ত্রাস চালানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়ে গেছে বিগত বামফ্রন্ট সরকার। বর্তমান সরকার এই ধরনের নীতিতে বিশ্বাস করে না বলে উল্লেখ করেন তিনি। বর্তমান সরকার যুবকদের কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তৎপর। প্রতিটি মহিলাকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মা-বোনদের ব্যবসা-বাণিজ্যে শামিল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রতিটি মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে বর্তমান সরকার। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৩টি সরকারি স্কুলে সিবিএসই সিলেবাস চালু করা হয়েছে। অন্যান্য স্কুলগুলিতে এনসিইআরটি সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নয়নের দাবীতে শহরে প্রতিবাদ এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ১৭টি সাবডিভিশনের অফিসকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তোলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাল এসইউসিআই কমিউনিস্ট। বৃহস্পতিবার এনিয়ে আগরলা শহরের কর্নেল চৌমুহনি এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেএসইউসিআই'র কর্মী সমর্থকরা। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে জন জীবনে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরম্ভ সহজতর ও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এসইউসিআই'র রাজ্য সম্পাদক অরুণ ভৌমিক জানান, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত জনবিরোধী। তা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এমনিতেই লোডশেডিংয়ে জেরবার রাজ্য। তার উন্নতি না করে সরকার যে পথে হাটছে তাতে জনগণকে আরো সমস্যায় পড়তে হবে। অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে বাতিলের দাবি জানান অরুন ভৌমিক। এদিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গলায় প্লে কার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হয় এসইউসিআই'র কর্মী সমর্থকরা।

সিটুর উদ্যোগে আজ রাজ্যেও দাবি দিবস পালন করা হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। সিটুর উদ্যোগে আজ রাজ্যেও দাবি দিবস পালন করা হয়। দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিপুরা আশা ওয়ারকারস ইউনিয়ন অফিস অফিস লেনে সমাবেত হয়। সিটু অফিসের সামনে তারা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করে। আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজ্য সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত এবং সিটু নেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সিটু নেত্রী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য বলেন , গোটা দেশজুড়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আশা কর্মীরা কাজ করে চলেছেন। ওইসব আশা কর্মীদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি দাবি জানান। আশা কর্মীদের জন্য ৬ মাস পর্যন্ত বিনে পয়সায় রেশন সরবরাহ করার জন্য তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন। পাঞ্চালি ভট্টাচার্য আরো অভিযোগ করেন আশা কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে সময় মতো মজুরি টাকা পাচ্ছেন না। তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আশা কর্মী সহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যারা প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে চলেছেন তাদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন সিটু নেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্য।

আজকের প্রজন্ম জরুরি অবস্থার কলঙ্কজনক অধ্যায় সম্পর্কে জানে না ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। জরুরি অবস্থার ভয়ঙ্করতম অধ্যায় আজকের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা উচিত। তাই আজ জরুরি অবস্থা-র ৪৫ তম বর্ষপূর্তি-তে সারা দেশে কালো দিবস পালন করছে বিজেপি। ত্রিপুরাতেই প্রায় ৩,০০০ স্থানে বিজেপি কালো দিবস পালন করেছে।

সারা ত্রিপুরায় পারস্পরিক দূরত্ব এবং লকডাউনের নির্দেশিকা মেনে প্রায় ৩ হাজার স্থানে দলীয় কার্যকর্তা সমর্থকরা প্ল্যা-কার্ড হাতে নিয়ে কর্মসূচিতে অংশ নেন। এ-বিষয়ে বিজেপি-র প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় বলেন, প্রত্যাশা অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার প্রায় ৩০ হাজার কার্যকর্তা-সমর্থক ওই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। তাঁর কথায়, জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেস লজ্জাবোধ করে না। তাই তাঁদের গণতন্ত্রের কলঙ্কজনক অধ্যায় মনে করিয়ে দিতে চাই।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল। দেশের গণতন্ত্রে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের রচনা হয়েছিল সেদিন। তাই কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুসারে আজ বিকেল চারটায় সমস্ত বুথে কার্যকর্তারা গলায় প্ল্যা-কার্ড ঝুলিয়ে জরুরি অবস্থার নিন্দা জানানো হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্য কমিটির পদাধিকারী, দলের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, জেলা কমিটি, মণ্ডল কমিটি তথা সমস্ত মোর্চার পদাধিকারী সহ সদস্য এবং সদস্যাগণ ও ত্রিপুরার প্রত্যেক বুথ কমিটি এবং বুথের সমস্ত পৃষ্ঠাপ্রমুখদের পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ ২০ জন একত্রিত হয়ে ওই কর্মসূচি পালন করেছেন। তিনি বলেন, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা উদয়পুরে দলীয় কার্যকর্তা ও সমর্থকদের সাথে ওই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

টিঙ্কু রায়ের কথায়, আজকের প্রজন্ম জরুরি অবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে জানে না। দেশের গণতন্ত্রের কলঙ্কজনক অধ্যায় সম্পর্কে অবগত নন তাঁরা। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, বিরোধী কণ্ঠ দমিয়ে রাখার জন্যই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, কংগ্রেস আজ গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত বলে দাবি করে সুর চড়াচ্ছে। তাদের লজ্জা নেই, তাই তারা গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার সাহস দেখাতে পারে, বিদ্রুপের সুরে বলেন তিনি।

বিকল্প ফসলের সিদ্ধান্তে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সারা ভারত কৃষকসভার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। করোনার এর ফলে রাজ্যে কৃষকরা বিপন্ন। আগের ফসল তুলতে পারছে না কৃষকরা। আগামী দিনে রাজ্যে প্রধান ফসল ধান উৎপাদনের প্রস্তুতি নেই। উপরন্তু কৃষিজাত ও উপকরণ নিয়ে চলছে দুর্নীতি। এরূপ একটি সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে রাজ্যে কৃষকরা দিনযাপন করছে।

আর এরূপ অবস্থা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করার পরও লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না। যার দরুন গত বুধবার সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি পবিত্র কর, সম্পাদক নারায়ণ কর, মতিলাল সরকার, জিতেন্দ্র দেববর্মা সহ একটি প্রতিনিধি দল রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা সাথে সাক্ষাৎ করে কৃষকদের দুরবস্থা জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করেন করেন।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো কৃষকদের জমি বিক্রি হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হলো জোট সরকার আমলে জমি রেজিস্ট্রেশন ফি মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি লকডাউনের পর এখনো পুরোপুরি ভাবে রেজিস্ট্রেশন চালু হয়নি। সদর মহকুমার অফিসের দৈনিক দশটি জমির দলিল হচ্ছে। পাশাপাশি নামজারি করতে বর্তমানে ১০৩০ টাকা লাগছে, প্রথমে ১০০০ টাকা জমা দিতে হয়। জমি নিয়ে বিপাকে পড়েছে কৃষকরা। তাই সরকার যাতে পূর্বে প্রক্রিয়ায় ফিরে যায় তার জন্য দাবি জানানো হয়েছে এদিন। বৃহস্পতিবার মেলারমাঠস্থিত সিপিএম কার্যালয়ে সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির সম্পাদক নারায়ণ কর। তিনি আরো বলেন গত ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা যোজনা পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে অর্থ বরাদ্দ করার ঘোষণা দেন। আর এই খাতে ত্রিপুরার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। এমনকি লকডাউন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষকরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কারণ কৃষকরা জমি থেকে পাকা ফসল তুলতে পারছেন। এ ধরনের অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর রাজনগর থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায় রাজ্যে কৃষিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যে জমিগুলোতে ধানের বিকল্প ফসল উৎপাদন করার।

কিন্তু তিনি অবগত নন যে রাজ্যের জমিতে শুধু একমাত্র ধান উৎপাদন হতে পারে। কৃষকরা ধান উৎপাদন করে লাভ করছে। কিন্তু সরকারের এ ধরনের বিকল্প ফসল উৎপাদনের সিদ্ধান্তে আগামী দিনে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে তিনি এদিন আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৮০.৬২ শতাংশ : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৮০.৬২ শতাংশ। এক্ষেত্রে জাতীয় গড় হলো ৫৩ শতাংশ। রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী রয়েছেন ২৩৭ জন। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে ৬৫১ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে ৬,০৫৬ জন রয়েছেন। আজ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৬০,২৫৬ জনের। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৮,৯৯৪ জনের। এদের মধ্যে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ১,২৬৪ জনের। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১,০১৯ জন। প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৪,৭৫৭ জনের। আজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৯০২ জনের।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ ১২২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ার পর বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এরমধ্যে সিপাহীজলার সাগরমহল থেকে ৬০ জন, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বয়েজ হোস্টেল থেকে ৫৭ জন, উদয়পুর পি আর টি আই থেকে ৩ জন এবং ভগৎ সিং সেন্টার থেকে ২ জন ছাড়া পান। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে ৩৮৯ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। তাদের মধ্যে ৮৯ জন হলেন ট্রাক ড্রাইভার। ৩২ জন রোগী এবং ২৬৮ জন সাধারণ নাগরিক। ৯ জন এসেছেন দামছড়া দিয়ে। আজ ৪৩১টি গাড়ি চুড়াইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এরমধ্যে ৩৫টি ট্রাক ও ২টি যাত্রীবাহী গাড়ি এসেছে হটস্পট এলাকা থেকে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, গতকাল ১,২৪০ জনের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়েছিলো। কিন্তু কোনও করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়নি।

এসপিও নিয়োগ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। এসপিও নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করল সিপিএম রাজ্য কমিটি। দলের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছেষ রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট মন্ত্রিসভা তাদের ২৩ জুনের বৈঠকে পুলিশ দপ্তরে কনস্টেবলের পরিবর্তে ১১'শ পুলিশ অফিসার বা এসপিও নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাদের ভাতা হবে ৬১৫৬ টাকা।

রাজ্যে অতীতে এসপিও নিয়োগের একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখন্ডে আশ্রয়ে থাকা বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলার জন্য থানার পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীকে সাহায্যকারী হিসেবে এলাকার রাস্তাঘাট চেনে, সাহসী এমন যুবকদের মধ্য থেকে বাছাই করে সে সময়কার বামফ্রন্ট সরকার আরক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে এসপিও নিয়োগ করেছিল। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে এসপিও গন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ স্থিমিত বলে রাজ্য সরকারই স্বীকার করে।

এসপিও কখনোই পুলিশ কনস্টেবলের বিকল্প হতে পারে না। বর্তমানে পুলিশ দপ্তরের বহু কনষ্টেবল পদ শূণ্য। থানাগুলোতে কনস্টেবলের ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ বেড়েই চলেছে। প্রায় প্রতিদিন খুন, নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

সুতরাং, পুলিশ দপ্তরে কনস্টেবলের শূণ্যপদ পূরণের উদ্যোগ রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। কনস্টেবলের নিয়মিত পদ পূরণ না করে সামান্য ভাতার বিনিময়ে এসপিও নিয়োগের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের সাথে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী দ্বিমত পোষণ করছে।

অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আগরতলায় দুঃস্থদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ব্লাইন্ড কমিটির আয়োজিত ত্রাণ বন্টন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, যারা নিজেরাই পৃথিবীর ছয়ের পাতায় দেখুন

গান্ধীগ্রামে গবাদী পশুকে কুপিয়ে ঘায়েল করার ঘটনায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। গান্ধিগ্রামের স্কুলটিলা এলাকায় একটি গবাদি পশুকে কুপিয়ে গুরুতর ভাবে জখম করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এই ধরনের অমানবিক ঘটনায় এলাকার মানুষজন রীতিমতো হতবাক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গান্ধিগ্রাম এলাকার এক মহিলা স্কুল টিলা এলাকায় গরু চড়াতে গিয়েছিলেন। একটি গরু হঠাৎ চোখের নজর এড়িয়ে অন্যত্র চলে যান। মহিলা খোঁজা খুঁজি করেও গরুটিকে পাচ্ছিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর মহিলার কাছে খবর আসে তার গরুটিকে কে বা কারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর ভাবে জখম করেছে।

রক্তাক্ত অবস্থায় গরুটিকে কোনোরকমে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। মহিলা জানান স্কুলটিলা এলাকায় ৩০-৩৫ পরিবারের বসবাস। হয়তো বা গরুটি সেখানে গিয়ে কারোর ফসল নষ্ট করেছে। কিন্তু এই অজুহাতে অবলা গবাদি পশুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা এলাকাবাসী মেনে নিতে পারছেন না। মহিলা এব্যাপারে এয়ারপোর্ট থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে বের করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী জোড়ালো দাবি জানিয়েছেন।

গন্ডাছড়ায় শহীদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫ জুন।। বামপন্থী যুব সংগঠন ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং উপজাতি যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সিপিএমের গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে লাদাখের গালোয়ানে চীনা সৈন্যের নৃশংস আক্রমনে শহীদ ভারতীয় বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছয়ের পাতায় দেখুন

গোমতী জেলায় দলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে বৈঠক বিজেপি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি ডঃ মানিক সাহা বৃহস্পতিবার গোমতি জেলা সফর করেছেন। পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী তিনি জেলার বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাদের নিয়ে দিনভর বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেন।

বৃহস্পতিবার দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সম্প্রতি প্রদেশ সভাপতির পর্যায়ক্রমিক জেলা সফর কর্মসূচীর সূচনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি দক্ষিণ জেলা সফর করেছেন এবং জেলাভিত্তিক সাংগঠনিক বৈঠকে পৌরহিত্য করেন। অনুরূপভাবে, গৃহিত দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃহস্পতিবার প্রদেশ সভাপতি গোমতী জেলা সফর করেন। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী রাজ্যে দশটি জেলা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলা সফরে যাবেন প্রদেশ সভাপতি। সফরকালে জেলার বিভিন্ন স্তরেরর কার্যকর্তাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কার্যকর্তা এবং পার্টির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব কর্তব্যে কোন ধরনের খামতি আছে কিনা তা সরজমিনে খতিয়ে দেখছেন প্রদেশ সভাপতি। প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার কার্যকর্তাদের দিক নির্দেশনও করছেন প্রদেশ সভাপতি।

বৃহস্পতিবাার রাজ্য সভাপতি গোমতী জেলা সফরে যান। পর্যায়ক্রমে সংগঠনের সব স্তরের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। দিনভর চলা এই ধারাবাহিক বৈঠকগুলিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটি, জেলার অধীনে সবকটি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদ্বয়, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, পুর সভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি এবং বিধায়কগন। বিধায়কদের মধ্যে মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়ও উপস্থিত ছিলেন। বিকেলের পর থেকে পার্টির পুরনো কার্যকর্তাদের সাতে প্রদেশ সভাপতির বার্তালাপ শুরু হয়।

প্রদেশ সভাপতির সফর সঙ্গী হিসাবে বৈঠকগুলিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, সম্পাদক রতন ঘোষ সহ পার্টির নেতা সুব্রত চক্রবর্তী, সন্তোষ সাহা, জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় প্রমুখ।

এর আগে কাকড়াবন মন্ডলে মাইনরিটি মোর্চা আয়োজিত রক্তদান শিবিরে সভাপতি অংশগ্রহণ করেন। যেখানে প্রায় একশজন রক্তদান করেন।

কৈলাসহর-খোয়াই সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন।। ২০৮ নং জাতীয় সড়কের কৈলাসহর-খোয়াই সেকশন ডাবল লেন করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি জাইকাএর অধীন। ইতিমধ্যেই এর জন্য ২০৩.৪ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে জাইকা এবং এনএইচআইডিসিএল'র মধ্যে। অন্যদিকে, ২০৮ নং জাতীয় সড়কের কুমারঘাট থেকে সাব্রুমের কাছে হরিনা পর্যন্ত সড়কের কাজের বিষয়টিও এই পর্যায়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, খোয়াই থেকে হরিনা পর্যন্ত রাস্তাটি হবে পঞ্চম পর্যায়ে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০৮ নং জাতীয় সড়কের কৈলাসহর থেকে হরিনা পর্যন্ত রাস্তাটি বিকল্প রাস্তা হিসেবে ধরা হয়েছে। যা দক্ষিণ ত্রিপুরার কাছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। এবং আগরতলাকে বাইপাস হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

কমলাসাগরের মিয়া পড়ায় ৯০ জন কনটেইনমেন্ট জোনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জুন।। বৃহস্পতিবার সকালে প্রসাশনিক তরফ থেকে কমলাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিয়া পাড়ার পনেরটি পরিবারের নব্বইজন সদস্যদের কন্টেইনমেইন জোনে থাকার আদেশ জারি করা হয়। প্রশাসনিক তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় আর ডি ব্লকের আধিকারিক অমিত কুমার কর্মকার এবং এলাকার দুই পঞ্চায়েতের প্রধান বিনয় ভট্টাচার্য ও স্বপন কুমার চৌধুরী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস।প্রসঙ্গত, গত কিছুদিন আগে বক্সনগর পিএস সি তে কর্মরত এক স্বাস্থ্যকর্মী সফিক মিয়া নামে এক ব্যাক্তির শরীরে কভিড -১৯ ভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত হয়।ঐ স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়ি কমলাসাগর মিয়া পাড়ায়।সেই আসা যাওয়া করেছিল বাড়ি থেকে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সুত্রের খবর, তাই ঐ এলাকাকে কন্টেইনমেইন জোন ঘোষনা করে দেওয়া হয়।

মোহনপুরে কৃষকের ফসল কেটে নষ্ট করল দুস্কৃতিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। মোহনপুরে মোহিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এক কৃষকের ফসল কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিমল সরকার তাতে অসহায় হয়ে পড়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন লঙ্কা এবং বেগুন ক্ষেতের সমস্ত গাছ কেটে ছাড়খার করে দিয়েছে। এই ব্যাপারে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিপুরা ড্রাগস ইউজার নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৫ জুন।। আজ কাঞ্চনপুর নতুন মোটর স্ট্যান্ড হল ঘরে ড্রাগস ইউজার ভাইদের নিয়ে ত্রিপুরা ড্রাগস ইউজার নেটওয়ার্ক কাঞ্চনপুর কমিটির উদ্যোগে সচেতনতা কর্মসূচী পালন করা হয়। কাঞ্চনপুর মহকুমায় এক ছয়ের পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে ডেপুটেশন বেসরকারি শিক্ষক সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে বেসরকারি শিক্ষক সংঘের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপির মূল উদ্দেশ্যে হলো সরকারি স্কুলে কর্মরত শিক্ষকরা যাতে কোনোভাবে টিউশনি করতে না পারেন সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বেসরকারি শিক্ষক সংঘের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন স্কুলের শিক্ষকরা টিউশনি করার ফলে শিক্ষিত বেকাররা টিউশনি করে জীবিকা অর্জনের পথ পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছেন না। আদালতের নির্দেশে রাজ্য সরকার শিক্ষকদের টিউশনি বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ জারি করলেও একাংশের শিক্ষক তাতে কর্ণপাত করছে না বলে অভিযোগ করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।